বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>174 >>22 Chaitra 1429 >>
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ১৭৪ >> << ২২ শে, চৈত্র ১৪২৯>>

বিশ্বজুড়ে শেয়ারবাজারে ধস

টোকিও ঃ বুধবার বিশ্বের নানা শেয়ারবাজারে হঠাৎ ধস নেমেছে। অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে অতিরিক্ত সতর্কতা এর কারণ হতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা। ইউরোপের শেয়ারবাজারের STOXX ৬০০ সূচক মঙ্গলবার এক মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ উচ্চতায় (.STOXX) পৌঁছেছিল। কিন্তু বুধবার ইউরোপীয় শেয়ারের পতন ঘটার সঙ্গে সঙ্গে সূচকেরও পতন ঘটে। জাপানের নিক্কেই (.N225) মার্চের পর একদিনে সবচেয়ে বড় পতন দেখেছে। বুধবার এই সূচক কমেছে এক দশমিক ছয় শতাংশ। মার্কিন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান এমএসসিআই এর বিশ্ব ইকুইটি সূচক (.MIWD00000PUS) মঙ্গলবার প্রায় সাত সপ্তাহের মধ্যে সর্বোচ্চ উচ্চতায় ওঠার পর বুধবার পতনের মুখে পড়েছে। হংকং এবং চীনের শেয়ারবাজার ছুটির কারণে বন্ধ থাকায় এশিয়ার শেয়ারবাজারে লেনদেনে বড় ধরনের প্রভাব পড়েছে। মার্কিন শেয়ারবাজারে সম্প্রতি কিছুটা উর্ধ্বগতি দেখা গেলেও অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত অন্য নানা তথ্য অর্থনৈতিক মন্দার আশঙ্কাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। মঙ্গলবারের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে যুক্তরাষ্ট্রে চাকরির সুযোগ ফেব্রুয়ারিতে প্রায় দুই বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরে নেমে গেছে এবং সোমবারের তথ্য ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন ক্ষমতা অতীতের চেয়ে দুর্বল হয়েছে।

বাজার দর
SENSEX : 59689.31 +582.87
NIFTY : 17557.05 +159.00

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
34.00 °c	21.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18.06 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05.36 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 55,070 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 52,450 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 67,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

অ্যাসাঞ্জকে দেখার অনুমতি নেই

নিউ ইয়র্ক ঃ জেলে অ্যাসাঞ্জের সঙ্গে দেখা করতে গেছিলেন রিপোর্টার্স বিয়ন্ড বর্ডারের সদস্যরা। কিন্তু তাদের অনুমতি মেলেনি। মঙ্গলবার যুক্তরাজ্যের জেলে উইকিলিকসের প্রতিষ্ঠা জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জের সঙ্গে দেখা করতে গেছিলেন রিপোর্টার্স বিয়ন্ড বর্ডারের সদস্যরেরা। কিন্তু জেল কর্তৃপক্ষ তাদের অ্যাসেঞ্জের সঙ্গে করতে দেননি। তার স্ত্রীকে অবশ্য দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। রিপোর্টার্স বিয়ন্ড বর্ডারের জেনারেল সেক্রেটারি এবং ডিরেক্টর গেছিলেন অ্যাসাঞ্জের সঙ্গে কথা বলতে। কিন্তু তাদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। তাদের বলা হয়েছে, আগাম অনুমতি না নিয়ে অ্যাসাঞ্জের সঙ্গে দেখা করা যাবে না। যদিও জেলে বন্দিদের সঙ্গে দেখা করার সমস্ত নিয়ম মেনেই তারা দেখা করতে গেছিলেন। অ্যাসাঞ্জের স্ত্রী ভিতর থেকে ঘুরে এসে জানান, তার শরীর প্রতিদিন ভেঙে পড়ছে। কিন্তু অ্যাসাঞ্জ জানিয়েছেন, তিনি লড়াই চালিয়ে যাবেন। তার বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তার শেষ দেখে ছাড়বেন। রিপোর্টার্স বিয়ন্ড বর্ডারের অভিযোগ, সাংবাদিক বলে তাদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। যদিও নিয়ম মেনেই তারা আগাম জানিয়েছিলেন জেল কর্তৃপক্ষকে। শেষ মুহূর্তে তাদের নাম লিস্ট থেকে কেটে দেওয়া হয়। জেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, জেলের ভিতর কোনো সাংবাদিকের প্রবেশ নিষেধ। সে কারণেই রিপোর্টার্স বিয়ন্ড বর্ডারের কর্মকর্তাদের ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এনজিও কর্তৃপক্ষ অবশ্য জানিয়েছেন, এরপর আরো উপর মহল থেকে অনুমতি করিয়ে তারা অ্যাসাঞ্জের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন। যে কোনো অতিথির সঙ্গে অ্যাসাঞ্জের দেখা করার অধিকার আছে বলে তারা জানিয়েছেন। অন্যদিকে, সাংবাদিকও নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে বাকি অতিথিদের মতোই জেলে ঢুকতে পারেন বলে জানিয়েছেন তারা। যদিও জেলের দাবি, সাংবাদিকদের বন্দিদের সঙ্গে দেখা করার ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। এক্ষেত্রে তা মানা হয়নি বলেই এনজিওর সাংবাদিকদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি।

কুড়মিদের রেল অবরোধ, বহু ট্রেন বাতিল, দুর্ভোগ

পুরুলিয়া ঃ পশ্চিমবঙ্গে আবার রেল অবরোধ করলেন কুড়মি সম্প্রদায়ের মানুষ। যার জেরে ৪৮টি ট্রেন বাতিল হয়েছে। চারটি জেলায় দুর্ভোগে পড়েছেন মানুষ।

বুধবার সকাল থেকে ঝাড়গ্রামে রেল ও সড়ক অবরোধ করেন কুড়মিরা। খেমাশুলি ও কুস্তাউর স্টেশনে অবরোধ করেন তারা। পুরুলিয়াতেও অবরোধ হয়। পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ায় সরাসরি এই অবরোধের প্রভাব পড়ে।

অবরোধ মূলত হয় ঝাড়গ্রাম ও তার আশপাশের এলাকায় এবং পুরুলিয়ায়। বাঁকুড়ায় কোনো অবরোধ হয়নি। কিন্তু ঝাড়গ্রাম ও পুরুলিয়ায় অবরোধের জেরে ট্রেন বাতিল হওয়ায় মানুষ বিপাকে পড়েন। একে প্রবল গরম, তার উপর ট্রেন বাতিলের ফলে যাত্রীরা প্রচুর কষ্ট সহ্য করে বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য হন। শুধু রেল নয়, ঝাড়গ্রাম ও পুরুলিয়ায় কুড়মিরা সড়ক অবরোধও করেন।

অবরোধের ফলে মোট ৪৮টি ট্রেন বাতিল করা হয়। কিছু ট্রেনের যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। কিছু দূরপাল্লার ট্রেন ঘুরিয়ে দেয়া হয়েছে।

গত সেপ্টেম্বরেই আন্দোলনে নেমেছিলেন কুড়মিরা। কুড়মি সমাজের দাবি, তাদের তফশিলি উপজাতির মর্যাদা দিতে হবে। ভারতে কুড়মিরা অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত। কিন্তু বাংলাদেশে কুড়মিদের তফশিলি উপজাতির স্বীকৃতি দেয়া হয়। কুড়মিরা ঝাড়খণ্ড ও তার লাগোয়া জায়গায় বেশি তাকেন। তাদের নিজস্ব কুড়মালি ভাষা আছে। এদের একটা অংশ ঢাকায় কুড়মিটোলায় বসবাস শুরু করেন বলে মনে করা হয়। গত সেপ্টেম্বরেও তারা একই দাবিতে রেল অবরোধ করেছিলেন। আদিবাসী কুড়মি সমাজের জেলা সম্পাদক সাধন মাহাতো বলেছেন, ''রাজ্য সরকার সিআরআই রিপোর্টের নামে আমাদের সঙ্গে ভেলকিবাজি করছে। এই ছলনার বিরুদ্ধে আমরা পথে নেমেছি। আমরা চাই কুড়মি জাতিকে তফশিলি উপজাতি তালিকাভুক্ত করতে হবে। কুড়মালি ভাষাকে অষ্টম তফশিলের অন্তর্গত ভাষার তালিকায় ঢোকাতে হবে। আমাদের সারনা ধর্ম চালু করতে হবে।'' পুরুলিয়ার জেলাশাসক কজত নন্দা বলেছেন, ''আন্দোলনকারীদের অবরোধ তুলে নেয়ার অনুরোধ করা হয়েছে। আলোচনা চলছে।''

৪৬ বছর পর আবারো কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করলো সোমালিয়া ও কিউবা

সোমালিয়া ঃ সোমালিয়া ও কিউবা ৪৬ বছর পর কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনরায় চালু করতে সম্মত হয়েছে বলে জানিয়েছেন সোমালিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী। সোমালিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবশির ওমর জামা, সোমবার এক টুইটার পোস্টে কূটনৈতিক সম্প্রীতির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি লিখেছেন, ১৯৭২-১৯৭৭ সালের মধ্যে স্থাপিত কূটনৈতিক সম্পর্ক, মাঝে দীর্ঘ বিরতির পর, সহযোগিতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার সাথে শাসিত কিউবার প্রজাতন্ত্রের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রবর্তনকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। সোমালিয়ায় নিযুক্ত কিউবার রাষ্ট্রদূত, হুয়ান ম্যানুয়েল রদ্রিগেজ, মঙ্গলবার সোমালিয়ার প্রেসিডেন্ট হাসান শেখ মোহামুদের কাছে তাঁর পরিচয়পত্র পেশ করা তিন রাষ্ট্রদূতের একজন। প্রেসিডেন্ট মোহামুদের সাথে রদ্রিগেজের বৈঠকের আগে, সোমবার সোমালিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জামা, কিউবার রাষ্ট্রদূতের সাথে দেখা করেন। জামা বলেন, ফেডারেল রিপাবলিক অফ সোমালিয়ায়, কিউবার নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত হুয়ান ম্যানুয়েল রদ্রিগেজের পরিচয়পত্র পেয়ে আমরা সম্মানিত বোধ করছি।

রদ্রিগেজ কেনিয়ায় কিউবার রাষ্ট্রদূত হিসেবেও নিযুক্ত আছেন।

সোমালিয়া এবং ইথিওপিয়ার মধ্যে যুদ্ধের সময় ১৯৭৭ সালে সোমালিয়া কিউবার সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। সেই সময় ফিদেল ক্যাস্ট্রোর অধীনে কিউবান সরকার যুদ্ধের সময় সোভিয়েত সমর্থিত ইথিওপিয়ান সরকারকে সহায়তা করার জন্য হাজার হাজার কিউবান সেনা পাঠালে, দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে বাইডেনের কড়া বার্তা

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ আর্টিফিশিয়েল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার চ্যাটবট ইতিমধ্যে সাময়িকভাবে বন্ধ রেখেছে ইটালি। ক্যানাডায় শুরু হয়েছে তদন্ত।

এমন এক সময়ে এআই চ্যাটবট সম্পর্কে খুব কঠোর এক বার্তা এলো জো বাইডেনের কাছ থেকে।

বিশ্বের বেশ কিছু দেশেই এখন প্রশ্নের মুখে পড়েছে এআই চ্যাটবট। মূল অভিযোগ বিনা অনুমতিতে নানা ধরনের তথ্য সংগ্রহ, ব্যবহার এবং প্রকাশ করে ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি তৈরি করা। এসব অভিযোগ ওঠায় যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ওপেনএআই এর বিরুদ্ধে তদন্ত ইতিমধ্যে শুরু করেছে ক্যানাডা। মঙ্গলবার সে দেশের প্রাইভেসি কমিশনার ফিলিপ ডুফরেসনে তদন্তের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বাড়বাড়ন্তের এ সময়ে গোপনীয়তা রক্ষা না করে নিরাপত্তা ঝুঁকিতে ফেলার অভিযোগ তদন্তে কোনো সময় ব্যয় করেনি ইতালি। তার আগেই কঠোর অবস্থান নিয়েছে দেশটি। গত সপ্তাহে বিশ্বের প্রথম পশ্চিমা দেশ হিসেবে এআই চ্যাটবট সাময়িকভাবে ব্লক করে দিয়েছে তারা।

মঙ্গলবার বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিষয়ক সম্মেলনে আলোচনার কেন্দ্রে ছিল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির উপকারিতা ও চ্যালেঞ্জ। সেখানে কনভেনরের বক্তব্যে

তিনি বলেন, ''অসুখবিসুখ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মতো কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এআই খুব সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে, তবে তারা যে আমাদের সমাজ, অর্থনীতি এবং জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়ে হুমকি তৈরি করছে, সেই দিকেও নজর দিতে হবে তাদের।''

সংঘর্ষ রাইফেলের বাট ও লাঠিসোঁটা দিয়ে মসজিদ কমপ্লেক্সের ভেতর মুসল্লিদের মারতে দেখা গেছে

'আল আকসা থেকে ৩৫০ জনের বেশি গ্রেপ্তার'

জেরুসালেম ঃ বুধবার ভোরে জেরুসালেমের আল আকসা মসজিদ কমপ্লেক্সে সংঘর্ষের পর ইসরায়েলের পুলিশ সাড়ে তিনশজনের বেশি মানুষকে গ্রেপ্তার করেছে বলে পুলিশের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন।

এক বিবৃতিতে পুলিশ জানায়, তারা 'সাড়ে তিনশজনের বেশি ব্যক্তি যারা নিজেদের সহিংসভাবে মসজিদের ভেতর ব্যারিকেড দিয়ে রেখেছিল তাদের গ্রেপ্তার ও সেখান থেকে সরিয়ে দিয়েছেন'। গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে 'মুখোশ পরা ব্যক্তি এবং পাথর নিক্ষেপ করা ব্যক্তি এবং মসজিদকে অপবিত্র করা ব্যক্তিরা আছেন' বলেও বিবৃতিতে জানানো হয়।

অন্য এক বিবৃতিতে ইসরায়েলের পুলিশ জানিয়েছে, 'মুখোশধারী আন্দোলনকারীরা' মসজিদের ভেতর নিজেদের ব্যারিকেড দেয়ায় পুলিশ মসজিদে ঢুকেছিল। কিছু মুসল্লি তাদের দিকে পাথর নিক্ষেপ করে এবং আতশবাজি পোড়ায় বলেও জানান তারা। ফিলিস্তিনের বার্তা সংস্থা ওয়াফা 'কয়েক ডজন' মুসল্লির আহত হওয়ার কথা জানিয়েছে। আর রাবার বুলেটের আঘাতে সাতজন ফিলিস্তিনির আহত হওয়ার কথা জানিয়েছেফিলিস্তিনের রেডক্রিসেন্ট।

মুসলমানদের এখন রোজা চলছে। এরইমধ্যে বুধবার সন্ধ্যা থেকে ইহুদিদের 'পাসওভার' শুরু হচ্ছে। চলবে আটদিন।

ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের গণমাধ্যমে প্রকাশিত ভিডিওতে ইসরায়েলি বাহিনীকে রাইফেলের বাট ও লাঠিসোঁটা দিয়ে মসজিদ কমপ্লেক্সের ভেতর মুসল্লিদের মারতে দেখা গেছে। ইসরায়েলের 'হারেৎস' পত্রিকা জানিয়েছে, ''রোজার নামাজের পর কয়েকশ মুসল্লি আল আকসা মসজিদে নিজেদের ব্যারিকেড দেয়ার পর সংঘর্ষ হয়েছে। প্রায় এক ঘণ্টা পর পুলিশ শান্তিপূর্ণভাবে মুসল্লিদের সরাতে থাকে। কিন্তু এক ডজনের মতো মুখোশ পরা মুসল্লি মসজিদের ভেতর থেকে যান। তাদের সরাতে দাঙ্গা পুলিশ স্টান গ্রেনেড ব্যবহার করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে।''

হারেৎস বলছে, বুধবার পাসওভার শুরুকে ঘিরে কিছু ইহুদি অ্যাক্টিভিস্ট মসজিদ কমপ্লেক্সে একটি পশু জবাই করতে চাইলে উত্তেজনা বেড়ে যায়। ফিলিস্তিনিরা সম্ভাব্য পশু জবাইয়ের বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ এটা মসজিদ কমপ্লেক্সের ভেতর ইহুদিদের প্রার্থনা বলে বিবেচিত হবে।

মঙ্গলবার একজন শীর্ষস্থানীয় ইসরায়েলি রাব্বি পশু জবাই ঠেকাতে স্থানীয় এলাকা থেকে পশু বিক্রিতে বাধা দেন।

মসজিদ কমপ্লেক্সে সংঘাতের পর গাজা থেকে ইসরায়েলের দিকে রকেট নিক্ষেপ করা হয়। ইসরায়েলের ডিফেন্স ফোর্স মোট নয়টি রকেট নিক্ষেপ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে। এরমধ্যে চারটি আটকে দেয়া হয়, আর চারটি 'খোলা জায়গায়' পড়েছে বলে জানানো হয়েছে।

পশ্চিম তীর নিয়ন্ত্রণ করা প্যালেস্টিনিয়ান অথোরিটি পিএ আল আকসা মসজিদে সংঘাতের সমালোচনা করেছে।

ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের মুখপাত্র নাবিল আবু রুদাইনেহ বলেন, ''আমরা পবিত্র স্থানগুলোতে লাল রেখা অতিক্রম করার বিরুদ্ধে দখলদারদের সতর্ক করছি, যা একটি বড় বিস্ফোরণ ঘটাবে।'' সৌদি আরব, জর্ডান ও মিশরও মসজিদ কমপ্লেক্সে ইসরায়েলি পুলিশের নেয়া পদক্ষেপের সমালোচনা করে বিবৃতি প্রকাশ করেছে। এদিকে গাজার নিয়ন্ত্রক হামাসের সশস্ত্র বাহিনী পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনিদের 'আল আকসা মসজিদ রক্ষায় সেখানে যেতে বলেছে'। যুক্তরাষ্ট্র, ইইউ, জাপান ও আরও কয়েকটি দেশ হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন বিবেচনা করে। সম্প্রতি দখলকৃত পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুসালেমে সংঘাত বেড়েছে। মুসলমানদের রোজা, ইহুদিদের পাসওভার ও খ্রিস্টানদের ইস্টার একই সময়ে পড়ায় এই মাসে উত্তেজনা থাকবে বলে আশঙ্কা করা হয়েছিল।

জেরুসালেমের টেম্পল পাহাড় ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলমানদের কাছে পবিত্র স্থান বলে বিবেচিত। টেম্পল পাহাড়ের 'ওয়েস্টার্ন ওয়াল' ইহুদিদের কাছে সবচেয়ে পবিত্র স্থান।

মুসলমানদের কাছে টেম্পল পাহাড় 'হারাম আল শরিফ' নামে পরিচিত, যার মধ্যে ডোম অফ দ্য রক ও আল আকসা মসজিদ রয়েছে। স্থানটি মুসলমানরা পরিচালনা করে থাকে। আর নিরাপত্তার দায়িত্বে আছে ইসরায়েলি বাহিনী।

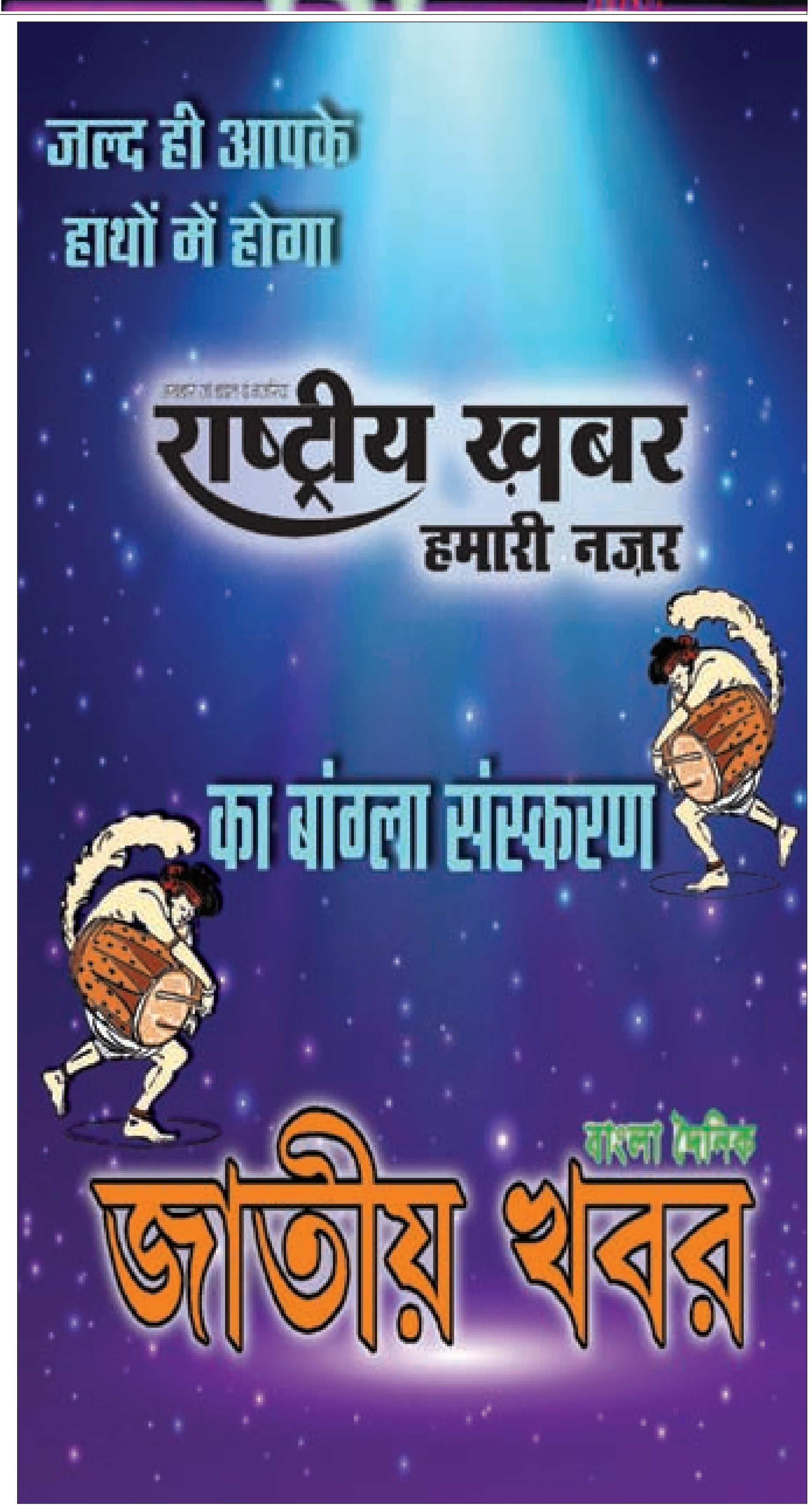

নৌকা ঘাট এলাকার মহানন্দার নদী থেকে উদ্ধার হল এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ

শিলিগুড়ি । শিলিগুড়ি নৌকা ঘাট এলাকার মহানন্দার নদী থেকে উদ্ধার হল এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ। রবিবার সকালে স্থানীয় এলাকার মানুষেরা নদীতে ওই ব্যক্তির মৃতদেহটি ভাসতে দেখে। এরপরই পুলিশকে খবর দেওয়া হলে ঘটনার খবর পেয়ে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়।

শূন্যপদে স্বচ্ছভাবে নিয়োগের দাবিতে আগামী ১৩ ই এপ্রিল উত্তরকন্যা অভিযানের ডাক

শিলিগুড়ি ঃ শূন্যপদে স্বচ্ছভাবে নিয়োগের দাবিতে আগামী ১৩ ই এপ্রিল উত্তরকন্যা অভিযানের ডাক দিয়েছে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের রাজ্য কমিটি। এই অভিযানকে সামনে রেখে রবিবার ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ও ছাত্র ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে আঠারোখাই অঞ্চল কমিটির তরফে এক রক্তদান শিবিরের আয়জন করা হয়েছে। এদিনের এই রক্তদান শিবিরে এলাকার প্রায় ১০০ জন রক্তদান করেন। জানা গিয়েছে সংগ্রহীত রক্ত গুলোকে তুলে দেওয়া হয় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ব্লাড সেন্টারে।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করলো এলাকার বাসিন্দারা

জলপাইগুড়ি ঃ জাতীয় সড়কের নিচ দিয়ে তৈরি করা আন্ডার পাসে জল জমে থাকে সবসময়। সামান্য বৃষ্টিতেই হাঁটু জল জমে যায়। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার সংস্কার করার কথা বলা হলেও উদ্যোগ নেয়নি স্থানীয় প্রশাসন। বাধ্য হয়ে রাস্তা সংস্কারের দাবিতে প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করেন এলাকার বাসিন্দারা।রবিবার সকাল থেকে অসম মোড়ের বৈরাগীপাড়া এলাকায় জলপাইগুড়ি শিলিগুড়ি সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান শতাধিক মানুষ। স্থানীয়দের অভিযোগ, বৈরাগীপাড়া এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই রাস্তার বেহাল অবস্থা। খানা খন্দে ভরে গেছে রাস্তার একটি বড় অংশ। সামনেই রয়েছে বর্ষাকাল। এর আগেই রাস্তার বেহাল দশার জন্য স্থানীয়দের ভোগান্তির অন্ত নেই।এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, এই রাস্তা দিয়ে স্কুল পড়ুয়া সহ সকলকেই যাতায়াত করতে হয়।অথচ রাস্তার সংস্কার নিয়ে নীরব রয়েছে প্রশাসন। খুব তাড়াতাড়ি রাস্তা সংস্কার করা না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পাশাপাশি জাতীয় সড়ক অবরোধের হুমকি দেন এলাকার মানুষ।

বান্ধব সমিতি কর্তৃক সম্মানিত ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটার রিচা ঘোষ

শিলিগুড়ি ঃ ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটার রিচা ঘোষকে তার বাড়িতে গিয়ে সংবর্ধনা জানালো শিলিগুড়ি বান্ধব সমিতি। রবিবার, দুপুর ২ টো নাগাদ শিলিগুড়ির কলেজ পাড়ায় অবস্থিত তার বাড়িতে গিয়ে ফুলের তোরা দিয়ে, খাদা পরিয়ে তাকে সংবর্ধিত করা হয়। এদিন বান্ধব সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়, রিচা ঘোষ বাংলা ও শিলিগুড়ির গর্ব। ভবিষ্যতে তার আরো সফলতা কামনা করে এদিন তাকে শুভেচ্ছা জানানো হয়।

রক্ত সঙ্কট মেটাতে এগিয়ে এলেন তৃণমূল টাউন ২'এর সদস্যরা

শিলিগুড়ি ঃ রক্তের সংকট দূর করতে এগিয়ে এলো দার্জিলিং জেলার তৃণমূল টাউন ২ এর সদস্যরা। রবিবার শিলিগুড়ি পৌর নিগমের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল টাউন টু এর পক্ষ থেকে রক্তদান শিবিরের আযোজন করা হয়। এদিন শিবিরে পুরুষ এবং মহিলা মিলিয়ে প্রায় ১০০ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়। এবং যারা যারা সংগ্রহীত রক্ত তেরাই লাইন্স ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হবে। এদিন শিবিরে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান আলোক চক্রবর্তী, ১৬ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল মাদার প্রেসিডেন্ট প্রদীপ দেব, বিশিষ্ট সমাজসেবী মদন ভট্টাচার্য সহ তৃণমূল টাউন টুয়ের সদস্য এবং সদস্যরা।

রাজাভাতখাওয়ায় তিন দিনব্যাপী শিল্প যুগলবন্দী কর্মশালার আযোজন করে

আলিপুরদুয়ার ঃ ডুয়ার্সের সাহিত্য ও শিল্প কে সবার সামনে তুলে ধরবার জন্য ডুয়ার্স লিট আর্ট ফেস্ট এর পক্ষ থেকে রাজাভাতখাওয়াতে তিন দিবসীয় সাহিত্য ও শিল্পের যুগলবন্দী কর্মশালা আয়োজিত হল। এই কর্মশালায় বাংলাদেশ, কোলকাতা সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাহিত্যিক ও শিল্পিরা এসেছিলেন ।

এই কর্মশালায় চিত্র প্রদর্শনী ও বই প্রদর্শনী ও করা হয় । আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে নিলাদ্রী ঘোষ জানান এবছর তৃতীয় বর্ষ এই কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।

কমল গুহের পর এবার জ্যোতি বসুর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুললেন উদয়ন গুহ

কোচবিহার ঃ কমল গুহের পর এবার জ্যোতি বসুর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুললেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। বাম আমলে মেডিকেল কলেজে যখন আসন সংখ্যা কম ছিল সেই সময় মেধাবী ছাত্রদের বঞ্চিত করে তিনি কম মেধার ছাত্রদের ডাক্তারি পড়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। দিনহাটার সিপিআইএম নেতা মানিক দত্তের ছেলেকে তিনি মেডিকেল কলেজে ভর্তি করিয়েছিলেন। দিনহাটা একটি সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনটাই অভিযোগ করলেন উদয়ন গুহ।

মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, কেক খেতে গিয়ে ট্রাক্টর থেকে পড়ে মৃত্যু ৯ বছরের শিশুর, চাকায় পিষে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন দেহ, শোকের ছায়া এলাকা জুড়ে

মালদা ঃ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা।ট্রাক্টর থেকে পড়ে মৃত্যু ৯ বছরের শিশুর।ট্রাক্টরের চাকায় পিষে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন দেহ। শোকের ছায়া এলাকায়। কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবার।ট্রাক্টরটিকে আটক করেছে পুলিশ।মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের সুলতান নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মিশ্রপাড়া গ্রামের ঘটনা। রবিবার একটি ট্রাক্টর কৃষি কাজের জন্য চাষের জমিতে যাচ্ছিল।সেই সময় জমির মালিকের ছেলে দেব মাহাড়া তার আরেকজন সহপাঠীর সাথে ট্রাক্টরে উঠতে চাই। ট্রাক্টরের চালক তাদের গাড়িতে উঠিয়ে নেয়। নয় বছরের ছোট্ট দেবের হাতে একটি কেক ছিল। কেক খেতে গিয়েই ট্রাক্টর বাঁক নেওয়ার সময় ভারসাম্য হারিয়ে রাস্তায় পড়ে যায় দেব।ওই ট্রাক্টারেরই চাকায় পিষে যায় তার দেহ। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় দেবের। জানা গেছে স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র ছিল দেব।তার মৃতদেহ উদ্ধার করে এই মুহূর্তে মালদা মেডিকেল কলেজে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠাবে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। সমগ্র ঘটনায় শোকে কাতর এলাকাবাসী।পরিবারের লোকেরা বিশ্বাস করতে পারছে না এভাবে তাদের বাচ্চা ছেলের মৃত্যু হল। কান্নায় ভেঙে পড়েছে সকলে।

স্থানীয় বাসিন্দা উজ্জ্বল মাহারা বলেন, পুলিশ ট্রাক্টরটিকে আটক করেছে। আমাদের যেটা মনে হচ্ছে কেক খাওয়ার জন্য সে হয়তো ধরে বসে ছিল না ট্রাক্টরে। ফলে রাস্তার বাঁকে দেহের ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যায়। বলার মত কিছু ভাষা নেই আমাদের।

নির্মান কর্মীদের সম্মেলনে যোগ দিতে শতরূপ কুমারগ্রামে

আলিপুরদুয়ার ঃ নির্মান কর্মিদের সামাজিক সুরক্ষা পুনরায় চালু করা,নির্মান শ্রমিকদের নুন্যতম ৮০০ টাকা মুজুরি প্রদান, অবাস যোজনায় নির্মান শ্রমিকদের নাম অন্তরভুক্ত করা সহ একাধিক দাবিতে সারা ভারত নির্মাণ কর্মী ফেডারেশন আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল কুমারগ্রামে। দুদিনের কর্মসূচির রবিবার শেষ দিনের বিকেলে সংস্লিস্ট স্কুল থেকে নির্মান কর্মিদের নিয়ে মিছিল করে সংগঠনের নেতা কর্মিরা। তারপর প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তব্য রাখেন রাজ্য এবং জেলা নেতৃত্বরা। ওই সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বাম নেতা শতরূপ বলেন, রাজ্যের তৃণমূল দুর্নীতিতে শিল্প স্থাপন করেছে, পাশাপাশি মূল্যবৃদ্ধির রেকর্ড সৃষ্টি করেছে কেন্দ্র সরকার।ভারত একমাত্র দেশ যেখানে কেরোসিনের দাম ডিজেলের থেকে বেশি।দিন দিন রাজ্যে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে, বর্তমান সরকার কোথায় নিয়ে নামিয়েছে শিক্ষার অবস্থা।পড়াশুনা ছেড়ে দলে দলে পড়ুয়ারা পরিযায়ী শ্রমিকের দলে নাম লিখিয়েছে।শাসক দল তাদের ভোট না দিলে সরকারি প্রকল্পের টাকা থেকে বঞ্চিত করার হুমকি দিচ্ছে,কিন্তু সবাই জেনে রাখুন সরকারি প্রকল্পের টাকা কারো বন্ধ হবে না।এছাড়াও কুনাল ঘোষ কেও একহাত নেন শতরূপ। পাশাপাশি মমতা ব্যানার্জী ও অভিষেক কেও দুর্নীতি নিয়ে বিধেছেন তিনি।

মালদহে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস সংঘর্ষ ইঁট বৃষ্টি আহত দুই পক্ষের দশজন

মালদা। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস সংঘর্ষে উত্তপ্ত মালদহের রতুয়া দু'নম্বর ব্লকের পরানপুর এলাকা।পরানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান সহ আক্রান্ত উভয় পক্ষের বেশ কয়েকজন দুইদলের পার্টি অফিস বাইকে ব্যাপক ভাঙচুর।সংঘর্ষের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুখুরিয়া থানার পুলিশ।ঘটনার তদন্ত নেমেছে পুখুরিয়া থানার পুলিশ।পুলিশি হস্তক্ষেপে নিয়ন্ত্রণে আসে পরিস্থিতি। জানা বেশ কিছুদিন ধরেই উভয় পক্ষের মধ্যে দলবদল নিয়ে বিবাদ চলছিল।সম্প্রতি বেশ কিছুদিন আগে তৃণমূল থেকে কংগ্রেসে যোগদান করে। এরপরই বিবাদ চরম আকার নেয়।এরপর শনিবার কংগ্রেস তৃণমূল কংগ্রেস একে অপরকে কটুক্তি করতে শুরু করে। রাতে একে অপরের উপর চড়াও হয়। শুরু হয় ইঁট বৃষ্টি। ছোড়া হয় বোতল। আর এতেই বেশ কয়েকজন তৃণমূল কর্মী ও কংগ্রেস কর্মী আহত হয়। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। যদিও কংগ্রেসের ব্লকের যুব সভাপতি রেজাউল হক বলেন,আমরা বসে ছিলাম। সেই সময় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা হামলা চালায়। ইঁট ছুড়তে থাকে। আসলে তৃণমূলের পায়ের তলার মাটি সরে গিয়েছে। সেই কারনে আতঙ্কে এই ঘটনা ঘটাছে। তৃণমূলের ব্লকের সহ সভাপতি সইদ রিন্টু বলেন,আমাদের কটুক্তি করছিল। সেই সময় প্রতিবাদ করায় আমাদের ওপর হামলা চালায়।ওরা মিথ্যা ভিত্তিহীন অভিযোগ করছে। রতুয়া ২নম্বর ব্লকের সভাপতি রকিবুল হক বলেন,পরিকল্পিত ভাবে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে কংগ্রেসীরা এলাকায় একটা সন্ত্রাস তৈরি করতে চাইছে। কারণ পরানপুর অঞ্চল তৃণমূলের একটি শক্ত ঘাঁটি।তারা চাইছে এলাকাটিতে খারাপ পরিবেশ তৈরি করে আগামী দিনে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট ভাঙার চেষ্টা করছে। ওদের যদি কেউ আহত হতো তাহলে তারা হসপিটালাইজ হতো। কিন্তু তারা নেই।তারা মিথ্যে ও ভিত্তিহীন অভিযোগ করছে। রতুয়া দুই নম্বর ব্লকের কংগ্রেসের সভাপতি নিমাই চন্দ্র বসাক বলেন, আমাদের কংগ্রেস দল কখনোই অন্যায় কাজে সাড়া দেয় না। এটা মূলত সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বেশ কয়েকজন কংগ্রেসের যোগদান দেয়। যার ফলে তৃণমূল কংগ্রেস ভীত সন্ত্রস্ত। তাদের পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে। সেই কারণেই তারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে। যার ফলে আমাদের পার্টি অফিস ভাঙচুর করেছে।তারা পুলিশকেও ব্যবহার করছে। আমরা আশা রাখবো পুলিশ নিরপেক্ষ ভাবে তদন্ত করবে।

মুখ্যমন্ত্রীর মুখে কু কথা,বুকে কালো ব্যাজ লাগিয়ে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ধিক্কার, বিক্ষোভ বাম শিক্ষক সংগঠণের

জলপাইগুড়ি ঃ মুখ্যমন্ত্রীর মূখে কু কথা,বুকে কালো ব্যাজ লাগিয়ে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ধিক্কার, বিক্ষোভ বাম শিক্ষক সংগঠণের।সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডি এ সহ অন্যান্য দাবিতে আঃেদালনরত সরকারি কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন এমনটাই অভিযোগ তুলে ইতিমধ্যে রাজ্যের সর্বত্র সোচ্চার হয়েছেন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের ছাতার তলায় একত্রিত সংগঠন গুলো।শুক্রবার তারই অঙ্গ হিসেবে জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি দপ্তরে ধিক্কার সহ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে বিভিন সংগঠন।এই প্রসঙ্গে নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলার সহ সম্পাদক নীলাদ্রি অধিকারী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী নিজের বক্তব্যে রাজ্য সরকারি কর্মচারী এবং শিক্ষক দের যথেষ্ঠ অপমান করেছেন, আমরা চাই উনি ওনার বক্তব্য প্রত্যাহার করুন।

শিলিগুড়িতে ‘দিদির সুরক্ষা কবচ’ কর্মসূচি শুরু করলেন পাপিয়া ঘোষ

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়িতে দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি শুরু করলেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ।এদিন শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ২৬নং ওয়ার্ডে দলীয় কর্মীদের নিয়ে মন্দিরে পুজো দেন তিনি।এরপর পুরনিগমের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের হাই মাদ্রাসা স্কুলে যান।স্কুলের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন পাপিয়া ঘোষ।এদিনের এই ‘দিদির সুরক্ষা কবচ’ কর্মসূচিতে পাপিয়া ঘোষের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের বোরো চেয়ারম্যান মিলি সিনহা, প্রতুল চক্রবর্তী,কমল আগরওয়াল, মিলন দত্ত, সন্তোষ সাহা, অসীম অধিকারী সহ অন্যান্য তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বরা। জানা গেছে এদিন ৬,৭,৮,৯,১০,১১,২৫,২৬নং ওয়ার্ডে আজ ’দিদির সুরক্ষা কবচ’ কর্মসূচি চলবে।

পুলিশি বাঁধার মুখে রাম নবমীর শোভাযাত্রা!

তুফানগঞ্জ ঃতুফানগঞ্জের শালবাড়িতে পুলিশি বাধার মুখে রামনবমীর শোভাযাত্রা। পুলিশের উপরে ক্ষোভ উগরে দেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কর্মী সমর্থকরা। ঘটনায় সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। দীর্ঘক্ষণ তর্ক বিতর্কের পর অল্প কিছুক্ষণের অনুমতি দেওয়া হয় শোভাযাত্রার। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রামনবমী উপলক্ষে বক্সিরহাট থানার অন্তর্গত শালবাড়ী১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বারইপাড়া এলাকা থেকে শোভাযাত্রা করার পরিকল্পনা করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। প্রথম দিকে অনুমতি দেয়নি পুলিশ। পরবর্তীতে শোভাযাত্রা বেরোনোর পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় বক্সিরহাট থানার পুলিশ।

আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে বামেদের সঙ্গে আসন বন্টন করেই নির্বাচনে লড়াই করবে কোচবিহার জেলা কংগ্রেস

কোচবিহার ঃআসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে বামেদের সঙ্গে আসন বন্টন করেই নির্বাচনের লড়াই করবে কোচবিহার জেলা কংগ্রেস। ইতিমধ্যেই কোচবিহার জেলা স্তরের সিপিএম নেতৃত্বদের সঙ্গে বৈঠক করেছে কংগ্রেস নেতৃত্বরা। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতিতে কংগ্রেসের স্থানীয় নেতৃত্বরা আলোচনার মাধ্যমে আসন বন্টন করবে। এবং জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে জেলা স্তরে আলোচনার মাধ্যমে আসন বন্টন করা হবে। আজ কোচবিহার জেলা কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে এ কথা জানালেন কোচবিহার জেলা কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি রবিন রায়।

কালচিনি ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে শুরু হল দুয়ারে সরকার শিবির

আলিপুরদুয়ার ঃ কালচিনি ব্লকের সাঁতালি গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুন হাসিমারা এলাকায় শনিবার দুয়ারে সরকার শিবির আয়োজিত। শনিবার নতুন হাসিমারাতে আয়োজিত দুয়ারে সরকার শিবিরে পরিদর্শনে এল আলিপুরদুয়ার অতিরিক্ত জেলাশাসক ও কালচিনি বিডিও । এদিন অতিরিক্ত জেলাশাসক ও কালচিনি বিডিও সমস্ত স্টল পরিদর্শন করেন। এদিনের দুয়ারে সরকার শিবিরে সাঁতালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রচুর জনগণের ভিড় লক্ষ্য করা যায় । ওপরদিকে কালচিনি ব্লকের দলসিংপাড়া এলাকায় দুয়ারে সরকার শিবির আয়োজিত হয়। এদিন দলসিংপাড়াতে দুয়ারে সরকার শিবিরে পরিদর্শনে আসেন জেডিএ চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা।

দুয়ারে সরকার কর্মসূচি নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন কোচবিহার জেলাশাসক পবন কাদিয়ান

কোচবিহার ঃদুয়ারে সরকার কর্মসূচি নিয়ে আজ মাথাভাঙ্গা সদর মহকুমা শাসকের দপ্তরে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন কোচবিহার জেলাশাসক পবন কাদিয়ান। তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান, পয়লা এপ্রিল থেকে ২০ই এপ্রিল পর্যন্ত এই দুয়ারে সরকার কর্মসূচি বিভিন্ন শহর এবং গ্রামে অনুষ্ঠিত হবে। দুয়ারে সরকারের প্রথম দিনে কোচবিহার জেলায় ৩১৫ টি মোবাইল ক্যাম্প এবং ৪৩০ টি কনভেনশন ক্যাম্প করা হয়েছে। আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি আরো জানান বিগত দিনে লক্ষীর ভান্ডারের ক্ষেত্রে উপভোক্তাদের আবেদন করার জন্য স্বাস্থ্য সাথী কার্ড বাধ্যতামূলক থাকলেও এবার লক্ষীর ভান্ডারে আবেদন করার জন্য স্বাস্থ্য সাথী কার্ড বাধ্যতামূলক করা হয়নি।

প্রকাশ্যে পিটিয়ে হত্যা পথ কুকুরকে, ঘটনায় উত্তেজনা শিলিগুড়ির হাকিমপাড়া এলাকায়

শিলিগুড়ি। জানা যায় গতকাল বিকেলে শিলিগুড়ির হাকিমপাড়া ঔষধ গলিতে একটি কুকুর রাস্তার পাশেই এক দোকানের পাশে শুয়ে ছিল... ঠিক সেই সময় পাশের এক দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি আচমকাই বাটাম অর্থাৎ কাঠ হাতে তুলে কুকুরটিকে আঘাত করতে থাকে... একবার নয় বারংবার আঘাত করা হয় কুকুরটিকে, ফলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয় কুকুরটির... এই ঘটনার পর ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যায় সেই ব্যক্তি... পরে স্থানীয়রা পশুপ্রেমী সংগঠন ও পুলিশকে খবর দেয়...ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ এবং কুকুরটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় ময়নাতদন্তের জন্য...আজ সেই নিসংশ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শিলিগুড়ি সফদর হাশমি চৌক এ বিভিন্ন পশুপ্রেমী সংগঠন প্রতিবাদ বিক্ষপ কর্মসূচি পালন করলেন। অপরদিকে কুকুরটিকে মারার সমস্ত বিষয় রেকর্ড হয় পাশে থাকা ২টি ঔষুধের দোকানে, সেই ভিডিও ফুটেজ দেখে সেই ব্যক্তির তদন্তে নেমেছিল পুলিশ, পশুপ্রেমী সংগঠনের প্রিয়া রুদ্র সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বললেন যে তিনজন এই ঘটনার সহিত জড়িত রয়েছেন তাদের কে আজ দুপুর ২.৩০ মিনিট নাগাদ গ্রেফতার করা হয়েছে।

জলপাইগুড়ি তে শুরু হনুমান জন্ম জয়ন্তী উৎসব।চলবে আট ই এপ্রিল পর্যন্ত

জলপাইগুড়ি। শুরু হনুমান জয়ন্তী উৎসব।চলবে ৮ই এপ্রিল পর্যন্ত। জলপাইগুড়ি তে শুরু হলো হনুমান জয়ন্তী উৎসব।আজ কদমতলা সংকোচ মোচন গাছয়ালা হনুমান মন্দির কমিটির উদ্যোগে রবিবার একটিবিশাল শোভাযাত্রার আযোজন করা হয়েছিল। কদমতলাতে অবস্থিত হনুমান মন্দির থেকে জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে এই শোভাযাত্রা টি। শোভাযাত্রা টির সামনে ঢাক ও একটি টেবলো ছিল।যেখানে ছিল হনুমান মূর্তি। পাশাপাশি মহিলা রা লালপাড় শাড়ি পড়ে সুসজ্জিত ভাবে হাতে হনুমানের পতাকা নিয়ে মিছিলে অংশগ্রহণ করেন।এই বিশাল শোভাযাত্রা টিতে শহরের বিভিন্ন স্থান থেকে হনুমান ভক্ত রা অংশ নিয়েছিলেন।

মুষলধারে বৃষ্টি কালচিনি ব্লক জুড়ে

আলিপুরদুয়ার ঃ সকাল থেকে মুষলধারে বৃষ্টি কালচিনি ব্লক জুড়ে। সোমবার সকাল থেকে কালচিনি ব্লকের হাসিমারা, দলসিংপাড়া, জয়ঁগা সহ বিভিন্ন এলাকায় মুষলধারে বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টি না থামায় মানুষজন একপ্রকার গৃহবন্দী সড়ক ফাঁকা । বৃষ্টির সাথে সাথে খুব জোরে হাওয়া বইছে। গতকাল রাতে এলাকায় ঝড় বৃষ্টি সহ শিলাবৃষ্টি হয়েছে আর সোমবার সকাল থেকে অনবরত বৃষ্টি হ ওয়ায় নাজেহাল জনজীবন ।

উত্তরবঙ্গের বন বাঁচাতে আওয়াজ তুলেছেন বিধায়ক

শিলিগুড়ি ঃ এবার উত্তরের জঙ্গল বাঁচানোর লক্ষে আওয়াজ তুললেন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ। সোমবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে এক সাংবাদিক বৈঠকে এসে এমন টাই জানালেন বিধায়ক। বিধায়ক বলেন রাজ্য সরকার ক্রমাগত উত্তরের সবুজয়ান কে ধ্বংস করছে এই নিয়ে কলকাতায় গ্রিন ট্রাইব্যুনালে বিজেপির পক্ষ থেকে বিধায়কেরা সম্মিলিতভাবে একটি অভিযোগ দায়ের করবেন । বিধায়ক জানান উত্তরবঙ্গের লাটাগুড়ি র জঙ্গলের মধ্যে পর্যটনের বসতি গড়ে তুলছে তাতে স্বভাবতই সবুজায়ন ধ্বংস হচ্ছে। তাই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল ফেব্রুয়ারি মাসে কিন্তু তার উত্তর আজ অব্দি পাননি বিধায়ক। সাংবাদিক বৈঠক করে এদিন বিধায়ক জানান খুব শীঘ্রই লাটাগুড়ি জঙ্গলে ধ্বংস করার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবো আমরা।

বন্দে ভারত এক্সপ্রেস চালু হচ্ছে।অসম যাবে।কিন্তু নিউ আলিপুরদুয়ারে স্টপেজ না থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে তৃনমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি প্রকাশ চিক বড়াইক

আলিপুরদুয়ার ঃ বন্দে ভারত এক্সপ্রেস চালু হচ্ছে।অসম যাবে।কিন্তু নিউ আলিপুরদুয়ারে স্টপেজ না থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে তৃনমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি প্রকাশ চিক বড়াইক।তিনি বলেন শুনতে পাচ্ছি বন্দে ভারত চালু হচ্ছে।এটা অসমে যাবে।কিন্তু নিউ আলিপুরদুয়ারে এই ট্রেনের কোন স্টপেজ রাখা হয়নি।ট্রেন টি চালু হয়নি।কিন্তু তার আগে স্টপেজের চার্ট সোস্যাল মিডিয়ায় ঘুরছে।সেখানে নিউ আলিপুরদুয়ারের নাম নেই।আমরা এটা মানতে পারবনা।এই নিয়ে আঃেদালন হবে।এদিন বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল,জেলা সভাপতি প্রকাশ চিক বড়াইক এর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের ডি আর এম এর সঙ্গে দেখা করে নিউ আলিপুরদুয়ারে বন্দে ভারতের স্টপেজের দাবি করেছেন।আলিপুরদুয়ারে বন্দেভারত ট্রেনের স্টপেজ নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনের হুশিয়ারি দিল আলিপুরদুয়ারের জেলা তৃণমূল কংগ্রেস।

শিলিগুড়ি মহাকুমা পরিষদ অভিযানের ডাক দিলো দার্জিলিং জেলা বামফ্রন্ট

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের দুর্নীতি ও ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে শিলিগুড়ি মহাকুমা পরিষদ অভিযানের ডাক দিলো দার্জিলিং জেলা বামফ্রঃট। শুক্রবার দুপুরে শিলিগুড়ির মহানন্দার ঘাট থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। মিছিলটি শিলিগুড়ি শহরের মূল পথ পরিক্রমা করে মহকুমা পরিষদের সামনে এসে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয় জেলা বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে।এরপর দার্জিলিং জেলা বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে তাদের দাবিদাবার সম্বলিত একটি স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয় শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতিকে। বামফ্রন্টের দাবী দাবা গুলির মধ্যে অন্যতম ছিল গ্রাম পঞ্চায়েতে অবিলম্বে বকেয়া মজুরি প্রদান করতে হবে, দ্রুত ১০০ দিনের কাজ চালু করতে হবে, গরিব মানুষদের বালু পাথর তোলার অধিকার প্রদান করতে হবে। এই দাবিগুলি নিয়েই এদিন তারা দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখায়।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

রাজ্যের বিধায়কদের তহবিল এক কোটির থেকে বাড়িয়ে তিন কোটি করা ছাড়াও প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে একটি করে কার্যালয় নির্মাণের দাবি কংগ্রেসের

সাংসদ, বিধায়কের তহবিলের ক্ষেত্রে গন্ডগোল রয়েছে, আপাতত এই দাবি মানা যাবে না বলে মন্তব্য মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ সোমবার কংগ্রেসের বিধায়ক দলের বৈঠকে নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অসম বিধানসভায় নিজেদের দাবি নিয়ে তৎপর হয়ে উঠেছে বিরোধী দলটি। এক্ষেত্রে কংগ্রেস বিধায়ক জাকির হোসেন সিকদার দলের তরফে রাজ্যের প্রত্যেক বিধায়কদের তহবিল এক কোটির থেকে বাড়িয়ে তিন কোটি করা ছাড়াও প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে একটি করে কার্যালয় নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে শাসকবিরোধী উভয় পক্ষের বিধায়করা নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরেন। তবে আপাতত এই দাবি মানা যাবে না বলে জানিয়ে দিয়েছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা। তিনি বলেন রাজ্যের সাংসদ, বিধায়কের তহবিলের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গন্ডগোল রয়েছে। ফলে বিধায়কদের তহবিল উল্টো কমিয়ে দেওয়া উচিত বলে মতামত ব্যক্ত করেন তিনি।

প্রসঙ্গত দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনদিনের বিরতির পর মঙ্গলবার অসম বিধানসভা অধিবেশন ফের শুরু হওয়ার পর বেসরকারি সদস্যের কার্যসূচির অন্তর্গত সংকল্প প্রস্তাব উত্থাপন করেন কংগ্রেস বিধায়ক জাকির হোসেন শিকদার। তিনি বলেন ১২৬ জন বিধায়ক থাকা অসম বিধানসভায় পাঁচ বছরের জন্য প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হয়ে এসে রাজ্যের আইন প্রণয়ন এবং উন্নয়ন ছাড়াও সাধারণ মানুষের সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা করেন। প্রতিজন বিধায়ক মন্ত্রী উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরব হয়ে থাকেন। সাধারণ মানুষ এবং ভোটার প্রতি জন বিধায়ক এবং মন্ত্রী থেকে এক্ষেত্রে আসা করেন। আমজনতার বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য বিধায়কদের উপর ব্যাপক চাপ থাকে। মন্ত্রীদের একটি করে বিভাগ থাকে এবং তারা সেই হিসেবে কাজ করেন। কিন্তু রাজ্যের প্রতিটি বিভাগের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের সমস্যা সমাধান করতে হয়, প্রত্যেক বিধায়ককে। বিভিন্ন সরকারি কাজকর্মে বিধায়ককে কখনো দিসপুর কখনো জেলা কার্যালয়ে মহকুমা কার্যালয় বা বিভিন্ন বিভাগের কার্যালয় যেতে হয়। এক্ষেত্রে বিধায়কদের অনেক সময় খুঁজে পান না বলেও বিধানসভা কেন্দ্রের সাধারণ মানুষ অভিযোগ উত্থাপন করেন। ফলে প্রত্যেক বিধানসভা কেন্দ্রে বিধায়কদের জন্য একটি করে কার্যালয় নির্মাণ করার জন্য দাবি উত্থাপন করেন কংগ্রেস বিধায়ক জাকির হোসেন শিকদার।

তাছাড়া তিনি বলেন প্রতিজন বিধায়কের তহবিল বাবদ এক কোটি টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। এক একটি বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে বিশ থেকে ত্রিশটি পঞ্চায়েত থাকে। বর্তমান সিমেন্ট রড ইত্যাদি সামগ্রীর ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। অন্যদিকে উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাবের বিধায়ক তহবিল বাড়িয়ে পাঁচ কোটি করা হয়েছে। একইভাবে কেরালা, তেলেঙ্গানায় ৩ কোটি টাকা, দিল্লি, হরিয়ানা, ছত্রিশগড়ে তিন কোটি টাকা, ওড়িশা গুজরাটে দুই কোটি টাকা। তবে সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় অরুণাচল প্রদেশে বিধায়কদের তহবিল তিন কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। সরকারের লক্ষ্য অনুযায়ী অসমকে অন্যতম শীর্ষ পাঁচটি রাজ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে চলিত আর্থিক বছর থেকেই অসমের বিধায়কদের তহবিল ১ কোটি টাকা থেকে তিন কোটি টাকা বৃদ্ধি করার দাবী জানান কংগ্রেস বিধায়ক জাকির হোসেন শিকদার।

এরপর এআইইউডিএফ বিধায়ক রফিকুল হোসেন বলেন রাজ্যে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ শেষবারের মতো ২০১২ সালে বিধায়কদের তহবিল ৪০ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে এক কোটি টাকা করেছিলেন। এরপর ১৩ বছর পার হয়ে গেছে অথচ বিধায়কদের এই তহবিল বৃদ্ধি করা হয়নি। ফলে এক্ষেত্রে সরকারকে অতি শীঘ্র পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি। শাসক দলের বিধায়ক রূপজোতি কুর্মি এই প্রস্তাবের সম্পূর্ণরূপে বিরোধিতা করে বলেন অসম সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু প্রকল্প ঘোষণা করেছে। সেসব প্রতিটি প্রকল্প হিসাব করলে জনপ্রতি বিধায়ক ৪০ কোটি টাকা করে পাচ্ছেন বলে মন্তব্য করে এই প্রস্তাবকে অবান্তব বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। কংগ্রেস বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ বলেন উত্তরপ্রদেশে যদি বিধায়ক তহবিল ৩ কোটি থেকে যদি পাঁচ কোটি বাড়ানো যায়, মহারাষ্ট্রে যদি চার থেকে পাঁচ কোটি করা হয়, মেঘালয় যদি দুই কোটি থেকে আড়াই কোটি করা হয় তাহলে অসমে কেন করা হচ্ছে না। রাজ্য সরকারের বাজেট বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু সফলতা নেই। বর্তমান গ্যাসের মূল্য ৪০০ থেকে ১২০০ টাকা হয়েছে। হলে এবার বিধায়কদের তহবিল বৃদ্ধি করার দাবি জানান তিনি। বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া বলেন বিধায়ক তহবিলটি শুধুমাত্র নামে বিধায়কের কিন্তু সম্পূর্ণ অর্থ সাধারণ মানুষের জন্য ব্যয় করা হয়। বহু ক্ষেত্রে নানা উন্নয়নমূলক কাজ এবং প্রকল্পের জন্য বিধায়কদের নিজের তহবিল থেকে অর্থ খরচ করতে হয়। ফলে বিধায়কদের তহবিল বৃদ্ধির এই প্রস্তাব তিনি সমর্থন করছেন বলে জানান বিরোধী দলপতি। বিধায়ক অখিল গগৈ বলেন বিধায়ক তহবিল তিন কোটি নয় বরং ছয় কোটি করা উচিত। তাছাড়া বিধানসভা কেন্দ্রে বিধায়কদের জন্য কার্যালয়েরও দাবি জানিয়েছেন তিনি।

এর জবাবে মন্ত্রী পীযুষ হাজারিকা বলেন বিধায়কদের বেতন বৃদ্ধি করার কথা জানতে পারলে সাধারণ মানুষ সমালোচনা করবেন। তহবিল বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একই পরিস্থিতি। বর্তমান আমজনতা এক্ষেত্রে ব্যাপক সজাগ এবং সচেতন। বিশেষ করে বিধায়ক সাংসদদের তহবিলের ক্ষেত্রে গন্ডগোল রয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। মন্ত্রী বলেন সাংসদ তহবিলের ক্ষেত্রে ২৫ থেকে ৪০ টি প্রকল্পের ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি সভাপতি হয়ে থাকা পরিলক্ষিত হয়েছে। এই ধরনের বহু উদাহরণ রয়েছে। এই বিষয়ে সাধারণ মানুষের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয়। বিধায়কদের তহবিল বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে চিন্তা চর্চা করা হতে পারে কিন্তু এখন সম্ভব নয়। উল্টো বিধায়কদের তহবিল কমানো উচিত বলে বিভিন্ন মহলে আলোচনা চর্চা করতে দেখা গেছে। তাছাড়া উত্তর প্রদেশে অসমের তুলনায় জনসংখ্যা বেশি। অরুণাচল প্রদেশ ভৌগলিকভাবে অসম থেকে বড় বলে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী পীযুষ হাজারিকা।

অসমে ড্রাগস প্রতিরোধ এবং শিশু সরবরাহ বন্ধ করার প্রসঙ্গে প্রস্তাব বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারির ঃ এই বিষয়ে আগামী ৯০ দিনের মধ্যে বিধানসভায় প্রতিবেদন দাখিল করবে সরকার বলে ঘোষণা মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকার

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ রাজ্যে ভয়াবহ ভাবে অব্যাহত থাকা ড্রাগস এর কুপ্রভাব এবং এর আসক্তি প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সরব হয়ে উঠেছেন অসম বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি। তাছাড়া তিনি শিশু সরবরাহ অপরাধ প্রতিরোধের ক্ষেত্রেও মনোনিবেশ করেছেন। স্পিকার ইনিসিয়েটিভ এর অধীনে অসমে ড্রাগস প্রতিরোধ এবং শিশু সরবরাহ বন্ধ করার প্রসঙ্গে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি। এই সংক্রান্তে শাসকবিরোধী উভয় পক্ষের বিধায়করা গুরুত্বপূর্ণভাবে চর্চা করার পর সরকারি জবাবে মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা বলেন, গত দুই বছরে এক্ষেত্রে সরকারের পদক্ষেপ সংক্রান্তে ৯০ দিনের ভিতরে বিধানসভার অধিবেশনে প্রতিবেদন দাখিল করবে অসম সরকার। ড্রাগসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য বাজেটে প্রত্যেক বিধায়ককে এক লক্ষ টাকা করে বরাদ্দ করা হয়েছে বলে জানালেন অসম বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি। উল্লেখ্য অসম বিধানসভায় মঙ্গলবার স্পিকার ইনিসিয়েটিভ অর্থাৎ অধ্যক্ষের প্রস্তাব অনুযায়ী রাজ্যে ড্রাগস প্রতিরোধ এবং শিশু সরবরাহ বন্ধ করার প্রসঙ্গে শাসক বিরোধী উভয় পক্ষের বহু বিধায়ক নিজেদের মতামত তুলে ধরে। প্রথম বক্তব্য মন্ত্রী সঞ্জয় কিষান দেওয়ার পর এক এক করে বিভিন্ন বিধায়ক এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন। বিজেপি বিধায়ক রামকৃষ্ণ ঘোষ, চক্রধর গগৈ, রূপজোতি কুর্মি, অমিও কুমার ভূঁইয়া, এআইইউডিএফ আমিনুল ইসলাম সিনিয়র, আমিনুল ইসলাম জুনিয়র, কংগ্রেস বিধায়ক জাকির হোসেন সিকদার, ভাস্কর বড়ুয়া, অসম গণপরিষদের বিধায়ক রমেন্দ্রনারায়ণ কলিতা, ভবেন্দ্রনাথ ভরালী, ইউপিপিএল বিধায়ক যতীন বড়ো সহ প্রতিটি দলের বিধায়করা নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরেন। কংগ্রেসের উপদলপতি রকিবুল হোসেন বলেন এক্ষেত্রে অসম বিধানসভা থেকে একটি বার্তা যাওয়ার প্রযোজনীয়তা রয়েছে। ড্রাগসের ভয়াবহতা প্রতিরোধের

ক্ষেত্রে সরকারকে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। এখানে শাসক বিরোধী বলে কোন কথা নাই। ড্রাগসের বিরুদ্ধে শাসক বিরোধী পক্ষ ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। কংগ্রেসের উপদলপতি রকিবুল হোসেন বলেন সম্পূর্ণ বিষয়টিতে তিনটি ধাপ রয়েছে। কোথা থেকে রাজ্যের ড্রাগস এল, কে বিক্রি করল এবং কে সেবন করল। তবে তৃতীয় বিষয়টিতে রাজ্যবাসীর নিজেদের সন্তান জড়িত ফল এক্ষেত্রে বিশেষ সাবধানতা নেওয়ার প্রযোজনীয়তা রয়েছে। ড্রাগসের সেবনের ক্ষেত্রে ধর্ম অথবা রাজনৈতিক দল বলে কিছু নেই। ড্রাগসের সেবনের ক্ষেত্রে রাজনীতি এবং ধর্ম নির্বিশেষে সবাই এক। নগাও চেলার প্রাক্তন পুলিশ সুপার আইপিএস আনন্দ মিশ্র ড্রাগসের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চালিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে এই পুলিশকর্তার প্রশংসা করেছেন তিনি। কংগ্রেসের উপদলপতি রকিবুল হোসেন বলেন শুধুমাত্র ড্রাগস নয় শিখর নামের এই গুটকা সেবনেও ব্যাপক অপকারিতা রয়েছে। কয়েকজন বিধায়ককেও এভাবে গুটকা খেতে দেখা যায়। গুটকা খেয়ে পিক ফেলে চারদিক সম্পূর্ণ নোংরা এবং লালময় করে দেওয়া কার্যের সমালোচনা করেছেন তিনি। তাছাড়া রাজ্যে অত্যধিক সংখ্যায় রেহেলিটেশন অর্থাৎ পুনর্বাসন কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রযোজনীয়তা রয়েছে বলেও মন্তব্য করেছেন কংগ্রেস বিধায়ক রকিবুল হোসেন। কংগ্রেস বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ বলেন ড্রাগস সেবনের এই ভয়াবহ বিষয় নিয়ে অসম বিধানসভা উদ্বিগ্ন। এটা কোন রাজনৈতিক বিষয় নয়। তবে ড্রাগসের এই সমস্যা মূলত নিম্নয় বেকারত্ব এবং বৈষম্যমূলক আচরণের কারণের ফলে সৃষ্টি হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। কংগ্রেস বিধায়ক বলেন প্রত্যেকেই একদিন না একদিন মারা যাবেন। কিন্তু কিছু ব্যক্তি রয়েছেন যারা জীবিত অবস্থায় থেকে মৃত। ড্রাগ সেবনকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই একইভাবে জীবিত অবস্থায় মরে রয়েছেন। ২০২১ সালে কেন্দ্রীয় সরকার নেশা মুক্তির ক্ষেত্রে ব্যাপক অভিযান শুরু করে সারা দেশ জুড়ে বিভিন্ন পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করেছে। অসমেও এই ধরনের কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। তবে এবার রাজ্যের সার্কেল পর্যায়ে একটি করে পুনর্বাসন কেন্দ্র গড়ে তোলার দাবি জানিয়েছেন বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। বিধায়ক অখিল গগৈ বলেন, তিনি এই বিষয়টি নিয়ে এর আগে তো চিন্তাচর্চা করেননি। তবে বিধানসভায় এদিন এক্ষেত্রে আলোচনার পর এটা তার শিক্ষামূলক অধ্যায় হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। এর জবাবে মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা বলেন এটা এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সমাজে ড্রাগস নির্মূল করার জন্য অহরহ ব্যবস্থা করে চলেছে রাজ্য সরকার। ড্রাগসের বিরুদ্ধে আগেও অভিযান চলেছে। ভবিষ্যতেও এটা অব্যাহত থাকবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। মন্ত্রী পিজি শাশুড়িকে বলেন যে সময় ড্রাগস বিরোধী অভিযানের পর ড্রাগস ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পুলিশের এম কাউন্টার হয় এবং এক্ষেত্রে সরকারের সমালোচনা হয়ে থাকে এরপর ড্রাগসের বিরুদ্ধে অভিযানে কিছুটা ব্রেক লেগে যায়। তবে সরকার এই সংক্রান্তে নিজের কাজ এবং ড্রাগসের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখবে। তিনি বলেন গত দুই বছরে এক্ষেত্রে সরকারের পদক্ষেপ সংক্রান্তে ৯০ দিনের ভিতরে বিধানসভার অধিবেশনে প্রতিবেদন দাখিল করবে অসম সরকার। অন্যদিকে ড্রাগসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য বাজেটে প্রত্যেক বিধায়ককে এক লক্ষ টাকা করে বরাদ্দ করা হয়েছে বলে জানালেন অসম বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি। তিনি এক্ষেত্রে শাসক বিরোধী উভয় পক্ষের সহযোগিতা কামনা করেছেন। বাজেটে বরাদ্দ করা এক লক্ষ টাকা ড্রাগস বিরোধী উদ্দেশ্যে খরচ করার জন্য বিধায়কদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি।

বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে উত্তাল বিধানসভা, অসমে বাংলা ভাষা সহযোগী ভাষা নয় কেন প্রশ্ন বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের

অসম বিধানসভায় বাংলা ভাষা ইতিমধ্যে অন্যতম মূল ভাষা বলে মন্তব্য মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ এবার বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে অসম বিধানসভার অধিবেশনের পরিবেশ উত্তাল হয়ে ওঠা পরিলক্ষিত হয়েছে। কংগ্রেস বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ বড়ো ভাষার আদলে বাংলা ভাষাকে রাজ্যের সহযোগী ভাষা হিসেবে গ্রহণ করার দাবি উত্থাপন করেন। এক্ষেত্রে অসম বিধানসভায় বাংলা ভাষা ইতিমধ্যে অন্যতম মূল ভাষা বলে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা। অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি বলেছেন রাজ্যে বড়ো ভাষার তুলনায় বাংলা ভাষার মর্যাদা বেশি কারণ এই ভাষা অসম বিধানসভায় মূল ভাষা হিসেবে নথিভুক্ত রয়েছে। কংগ্রেস বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ বরাক ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে বিভেদ আনার চেষ্টা করছে বলে মন্তব্য করেছেন বিজেপি বিধায়ক কৌশিক রায়।

তিনদিনের বিরতির পর অসম বিধানসভা অধিবেশন ফের শুরু হয়েছে মঙ্গলবার। এদিনের অধিবেশনে বেসরকারি সদস্যের কার্যসূচির অন্তর্গত সংকল্প প্রস্তাব উত্থাপন করেন কংগ্রেস বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। তিনি বলেন বর্তমানে সরকার রাজ্যের প্রতিটি জাতি জনগোষ্ঠী নিয়ে উদ্বিগ্ন। অসমের বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সরকার কাজ করছে। তবে বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে সরকার স্থিতি ভিন্ন বললে পরোক্ষভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি। কংগ্রেস বিধায়ক বলেন ১৯৬৯ ভাষা সার্কুলার আইন অনুযায়ী রাজ্যের বড়োল্যান্ডে বড়ো ভাষা, বরাক উপত্যকায় বাংলা ভাষা ছাড়াও বাকি এলাকায় অসমীয়া ভাষার প্রচলন রয়েছে। বর্তমান অসমে ২৯.৮০ শতাংশ বঙ্গবাসী ব্যক্তি রয়েছেন। কিন্তু রাজ্যে প্রায় ৩০ বঙ্গবাসী ব্যক্তি থাকার পরেও বাংলা ভাষা সহযোগী ভাষা নয় কেন সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তিনি। বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থয়ে বলেন সিকিমে দশটি সহযোগী ভাষা রয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে ১১ টি সহযোগী ভাষা, দিল্লিতে তিনটি একইভাবে তামিলনাড়ু সহ বিভিন্ন রাজ্যে এই ধরনের সহযোগী ভাষা রয়েছে। কিন্তু অসমে বাংলা ভাষার সহযোগী ভাষা না হওয়ার কারণ কি সেটা সরকারকে জবাব দিতে হবে।

কংগ্রেস বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ বলেন বঙ্গভাষীদের জন্য ক্ষমতার আসন পেয়েছে বিজেপি। রাজ্য সরকার বিভিন্ন ভাষার উন্নয়নের জন্য করপাস ফান্ড হিসাবে ২০১৯-২০ সালে ৮০ লক্ষ টাকা এবং ২০২০-২১ সালে ৮৬ লক্ষ টাকা ঘোষণা করেছিল। অথচ বঙ্গবাসী একটি সংগঠন সংস্থাকেও টাকা দেয়নি সরকার। তিনি বলেন অসম আন্দোলনে এবং বড়ো আংদোলনে শহীদ হুওয়া ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তার জন্য অসম সরকার ধন্যবাদের পাত্র। ফলে এই সংক্রান্তে রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে কংগ্রেস বিধায়ক বলেন অসমে বঙ্গবাসীদের যেভাবে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে সেটা বাঙালিরা দেখছেন। বাংলা ভাষার জন্য বিধানসভায় ইন্টারপ্রেটর অথবা ট্রান্সলেটর পর্যন্ত নিযোগে করা হয়নি। এক্ষেত্রে সরকারের মানসিকতার সমালোচনা করেছেন তিনি। কংগ্রেস বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ বলেন সরকার এবার চূড়ান্ত করেছে। দিস ইস টু মাচ বলে উল্লেখ করে তিনি মানবতার সঙ্গে বিষয়টি বিবেচনা করার আহ্বান জানিয়েছেন।

এর জবাবে মন্ত্রী পিযুষ হাজরিকা বলেন বিধানসভার রুলস অ্যান্ড কন্ডাক্ট এ উল্লেখ করা অনুযায়ী বাংলা ভাষা ইতিমধ্যে সদনে নথিভুক্ত রয়েছে। এক্ষেত্রে মন্ত্রী বিধানসভার নীতি নিয়মের সে অংশটি পড়ে শোনান। তাৎপর্যপূর্ণভাবে বাংলা ভাষায় এর জবাব দিয়ে তিনি বলেন বড়ো ভাষাকে সহযোগী ভাষা হিসেবে ঘোষণা করার বিষয়টি খারাপ পেয়েছেন কংগ্রেস বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। তিনি এক্ষেত্রে স্পষ্ট করে দেন কংগ্রেস নয় শুধুমাত্র বিধায়ক এই বিষয়ে খারাপ পেয়েছেন। কংগ্রেস বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বিধানসভাকে বিপথে পরিচালিত করেছেন। বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে মিথ্যা তথ্য দাখিল করেছেন তিনি। এদিকে এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে বিধানসভায় উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে যায়। বিভিন্ন বিধায়ক এক্ষেত্রে উঠে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে বক্তব্য প্রকাশ করেছেন।

এআইইউডিএফ করিমুদ্দিন বড়ভূঁইয়া নিজের স্থিতিস্পষ্ট করে দিয়ে বলেন রাজ্যের বাঙালিরা বড়ো ভাষাকে সহযোগী ভাষা হিসেবে ঘোষণা করার ক্ষেত্রে আপত্তি করেনি খারাপ পাইনি উল্টো সমর্থন জানিয়েছেন। এক্ষেত্রে বিধায়ক বিজয় মালাকার এআইইউডিএফ করিমুদ্দিন বড়ভূঁইয়ার মন্তব্যের সমালোচনা করে বলেন বাঙালিদের নিয়ে তাকে মন্তব্য করতে হবে না। বিজেপি বিধায়ক কৌশিক রায় বলেন বরাক ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে বিভেদ আনার চেষ্টা করছেন কংগ্রেস বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। এক্ষেত্রে বিধায়কের সমালোচনা করে বাঙ্গালীদের নিয়ে রাজনীতি করা বন্ধ করার জন্য তাকে পরামর্শ দিয়েছেন বিধায়ক কৌশিক রায়। বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল একইভাবে কংগ্রেস বিধায়কের কঠোর ভাষায় সমালোচনা করে বিধানসভায় সরব হয়ে ওঠেন। মন্ত্রী পিযুষ হাজারিকা ফের বলেন বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ অসম বিধানসভায় ১২ বছর ধরে রয়েছেন। এর আগে কখনো তিনি এই ধরনের মন্তব্য করেননি। তবে বড়ো ভাষাকে সহযোগী ভাষা হিসেবে ঘোষণা করার পরেই এর প্রতিবাদে কংগ্রেস বিধায়ক এই ধরনের মন্তব্য করছেন বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি।

এরপর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার উদ্দেশ্যে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি বলেন, প্রথমদিকে শুধুমাত্র কোকরাঝাড় এবং ওদালগুড়ি জেলাতে বড়ো ভাষা সরকারি ভাষা হিসেবে নথিভুক্ত ছিল। এরপর সরকার এই ভাষাকে সারা রাজ্যে সহযোগী ভাষার স্বীকৃতি দিয়েছে। তাছাড়া মর্যাদার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা বর্তমান এখনো বড়ো ভাষার উপরে রয়েছে। কারণ বড়ো ভাষা সারা রাজ্য জুড়ে শুধুমাত্র সহযোগী ভাষা। কিন্তু বাংলা ভাষা অসম বিধানসভায় মূল চারটি ভাষা অসমীয়া ইংরেজি এবং হিন্দির সঙ্গে রয়েছে। তাছাড়া যেহেতু বড়ো ভাষা অন্যরা বুঝতে পারেন না সেই উদ্দেশ্যে এই ভাষার জন্য ইন্টারপ্রেটর এবং ট্রান্সলেটর রাখা হয়েছে। তবে অন্যান্য ভাষা গুলোর ক্ষেত্রেও ইন্টারপ্রেটর এবং ট্রান্সলেটর রাখার চিন্তাভাবনা করেছে বিধানসভা। এক্ষেত্রে কিছুটা সময়ের প্রযোজন হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। অসমে বাংলা ভাষার জন্য অন্য পদক্ষেপ নেওয়ার প্রযোজন নেই। অসম বিধানসভায় বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা হয়নি। বিধানসভায় বাংলা ভাষার আগেও চলছিল ভবিষ্যতেও চলতে থাকবে বলে মন্তব্য করেছেন অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি।

মমতা বিজেপিকে নিয়ে বামপন্থীদের উৎখাত করতে চেয়েছিলেন! গর্জে উঠলেন সেলিম

কলকাতা ঃ রাজ্যে হিংসার বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবের নাম করে অশান্তি করা হচ্ছে শান্ত বাংলাকে। তার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিজেপিকে একযোগে নিশানা করলেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। তিনি বলেন, লাখ লাখ মানুষ যখন দিল্লিতে পার্লামেন্ট অভিযান করতে চলেছেন, তখন দিল্লিতে নতুন রামায়ণ লেখা হচ্ছে। ঠিক সেই সময় আবার হনুমান জয়ন্তী করতে হবে বলে মনে করিয়ে দিয়েছেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিরাট ম্যাচের আগে পণ্ডিত মশাইয়ের মুখে শুধুই টিম গেমের কথা সেলিম বলেন, এক অংশের ধর্মীয় উৎসবের নাম করে আর এক অংশের মানুষের উপর হামলা কখন ছিল না বাংলায়। এটা নতুন আমদানি হয়েছে। আর তা হয়েছে সেদিন থেকে, যেদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন বিজেপিকে নিয়ে বামপন্থীদের উৎখাত করব। সেলিমের কথায়, সেদিন থেকেই ধর্মীয় উৎসব, ধর্মস্থান, ধর্মগুরুদের মাথায় রেখে উন্মাদনা তৈরি করে বিজেপিকে ভোটে তুষ্ট হতে চেয়েছে। আর তখন থেকেই দাঙ্গার ইতিহাস রচিত হয়েছে বাংলা তথা দেশে। ১৯৭৮ সালে রাম নবমীর নামে দাঙ্গা শুরু হয়। শুরু হয় নতুন পর্যায়ের বিভাজনের রাজনীতি। সেলিম বলেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পরে যখন জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটছে, তখন ব্রিটিশরা সুবিধাবাদীদের নিয়ে ধর্মীয় কার্যকলাপ শুরু করে। এখন সেইসব উৎসবের ইতিহাস বা ছবি খুঁজে পাবেন না। কারণ তা ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। কানপুরে যে দাঙ্গা শুরু হয়েছিল, তার ধারাবহিকতাকে ফিরিয়ে আনা হল হাওড়া হুগলিতে। বিধানসভা নির্বাচনে কে হবেন 'ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার' সিপিএম রাজ্য সম্পাদক এই মর্মে বলেন, জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। আর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মন্দির তৈরি করে দেবেন বলছেন। ধর্মীয় উৎসব পালনে অসুবিধা নেই। কিন্তু তা বলে রাস্তায় কেন? এই অবস্থায় হনুমানজয়ন্তীতে আধাসামরিক বাহিনীর ব্যবহারে কেন্দ্র রাজ্যকে চিঠি করেছে। আর সেলিম তা নিয়ে বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলবেন না রাজ্য পুলিশের কী অবস্থা? র‍্যাফ তৈরি হয়েছিল দাঙ্গা রোধে। কিন্তু মিটিং-মিছিল আটকাতে তাদের ব্যবহার করা হচ্ছে। আপনার কাছে যদি এক মাস আগে থেকে দাঙ্গার খবর থাকে তাহলে কেন রেড রোডে নাটকে বসে গেলেন। তিনি খুব কড়া, কিন্তু...! মহিলাদের সঙ্গে ছবি শেয়ার বিজেপি শাসিত রাজ্যে দলের সভাপতি ও মন্ত্রীর সেলিম বলেন, সেই একই স্ক্রিপ্ট। বোঝাই যাচ্ছে, দুর্নীতি ও দুষ্কৃতীরাজ আড়াল করতে ধর্মীয় উন্মাদনা। কয়লা পাচারের সাক্ষীকে গুলি করে খুন করা হল। এই পরিস্থিতি থেকে বাংলাকে বাঁচাতে ধর্মনিরপেক্ষ মানুষকে একজোট হতে হবে। আমরা তাঁদের আহ্বান করছি, আসুন জোট বাঁধুন। তৃণমূল-বিজেপিকে উৎখাত করুন। সেলিম বলেন, রাম নমবীর হোডিং দেখুন, তৃণমূল বিজেপি একাকার হয়ে গিয়েছে। অথচ তাঁরা মানুষকে ভাগ করছেন। মুখ্যমন্ত্রী বারবার পরিবারকে বাঁচানোর জন্য জুয়া খেলছেন। কেন্দ্র ক্রমাগত নানা বিষয়ে রাজভবন দ্বারা সরকার চালাতে চাইছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনায় লুটেরারা ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন। সিপিএম রাজ্য সম্পাদক বলেন, হাইকোর্টের আদেশ স্বাগত। কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট করবে কে? ওইদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ কাউকে আটকায়নি। আগেও তো শর্ত লেখা ছিল। তারপরও বাইক মিছিল আটকায়নি কেন? রুট পরিবর্তন হল কেন? আসলে তামাশা করা হল। যখন-তখন বাঁশ দিয়ে ব্যারিকেড করা হয়।এক্ষেত্রে কেন হল না?

হনুমানজয়ন্তীর আগে অ্যাডভাইজারি জারি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের, শান্তির বার্তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা ঃ রামনবমীকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গ সহ একাধিক রাজ্যে অশান্তির ঘটনা ঘটেছে। এই অবস্থায় আগামীকাল বৃহস্পতিবার হনুমানজয়ন্তী। যা ঘিরে নতুন করে অশান্তির আশঙ্কা থাকছে। এই অবস্থায় সতর্ক কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। শুধু তাই নয়ম একাধিক রাজ্যের জন্যে অ্যাডভাইজারি জারি শাহের মন্ত্রকের। অ্যাডভাইজারির শুরুতেই সমস্ত রাজ্যকে সতর্ক করা হয়েছে যা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। অ্যাডভাইজারির শুরুতেই সমস্ত রাজ্যকে সতর্ক করা হয়েছে। ইতিমধ্যে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়ে টুইট করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। যেখানে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে রাজ্য সরকারগুলিকে সবরকম ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, শান্তিপূর্ণ ভাবে যাতে সব কিছু সম্পন্ন হয় তাও নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। এমনকি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যাতে কোনও ভাবেই নষ্ট না হয় সেদিকেই নজর রাখার কথা বলা হয়েছে মন্ত্রকের তরফে অ্যাডভাইজারি টুইটে। একাধিক রাজ্যে হাই অ্যালার্ট জারি ইতিমধ্যে হনুমানজয়ন্তীকে নিয়ে একাধিক রাজ্যে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। পুলিশ প্রশাসনকে সতর্ক থাকার বার্তা দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে নয়াদিল্লিতে হনুমানজয়ন্তী নিয়ে পুলিশকে অ্যালার্টে রাখতে বলা হয়েছে। একাধিক জায়গাতে পুলিশ বাহিনীকে টহল দেওয়া কথা বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, হনুমান জয়ন্তীর এক দিন আগে অর্থাৎ আজ বুধবার জাহাঙ্গীরপুরী এলাকায় ফ্ল্যাগ মার্চ করেন দিল্লি পুলিশের জওয়ানরা। ওই এলাকাতে পুলিশের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সতর্ক থাকার কথা বলা হয়েছে। বাংলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ বলে রাখা প্রয়োজন, গত বছর এই এলাকাতেই একাধিক হিংসার ঘটনা ঘটে। আর সেদিকে তাকিয়েই এত নিরাপত্তা জাহাঙ্গীরপুরী এলাকা। অন্যদিকে রামনবমীর মিছিল ঘিরে উত্তাল হয়েছে বাংলাও। একাধিক জায়গাতে অশান্তি ঘটনার সাক্ষী বাংলার মানুষ। বুধবার হনুমানজয়ন্তীতে নতুন করে অশান্তির আশঙ্কা থাকছে। সেদিকে তাকিয়ে আধা সামরিক বাহিনী কেন্দ্রের কাছে রাজ্যকে চাইতে বলল কলকাতা হাইকোর্ট। মুখ্যমন্ত্রী জানান, বাংলা শান্তির জায়গা। সব কিছু শান্তিপূর্ণ পালন করুন। গাইডলাইন পুলিশের রিষড়া-শিবপুরে রামনবমীর মিছিলের অশান্তি থেকে শিক্ষা নিয়েই এবার আর কোনও ঝুঁকি নিয়ে চাইছে না পুলিশ প্রশাসন। হনুমান জয়ন্তীর মিছিল নিয়ে তাই আগে থেকে এবার সতর্ক পুলিশ প্রশাসন। জেলার পাশাপাশি কলকাতা পুলিশ এই নিয়ে ২৭ টি গাইডলাইন প্রকাশ করেছে। মন্ত্রকের নির্দেশ গুরুত্বপূর্ণ শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, রামনবমীকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মহারাষ্ট্র, গুজরাত এবং কর্নাটকের একাধিক এলাকাতে হিংসার ঘটনা ছড়িয়ে পড়ে। যা নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়েছে রাজ্যপ্রশাসনও। এই অবস্থায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের এহেন নির্দেশ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

শহীদ রঘুনাথ মাহাতোর স্বপ্নের সোনার ভারত গড়তে হবে ঃ হরেলাল মাহাতো

সুধীর গোরাই

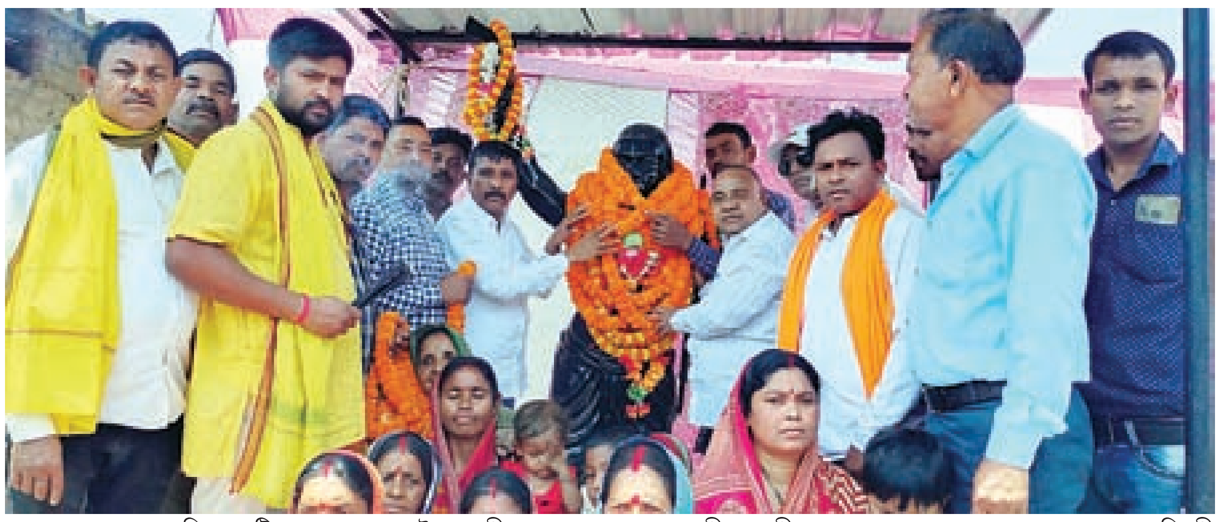

জামশেদপুর ঃ চুহাড় বিদ্রোহের মহানায়ক শহীদ রঘুনাথ মাহাতোর শহীদ স্থল সিল্লি ব্লকের লোটা কীতা গ্রামে শ্রদ্ধা জানাতে জন্মস্থান নিমডিহ ব্লকের ঘুটিয়াডিহ গ্রাম থেকে আজসু এর কেন্দ্রীয় সচিব হরেলাল মাহতোর নেতৃত্বে একটি বিশাল বাইক র‍্যালি বের করা হয়। এর আগে আজসু পার্টির কেন্দ্রীয় সচিব হরেলাল মাহাতো, সত্যনারায়ণ মাহাতো, জেলা সভাপতি শচীন মাহাতো, গ্রাম প্রধান মহাসঙ্ঘের রাজ্য সহ সভাপতি বৈদ্যনাথ মাহাতো, ভোলানাথ মাহাতো এবং উপস্থিত সমস্ত কর্মীরা ঘুটিয়াডিহ গ্রামে শহীদ রঘুনাথ মাহাতোর মূর্তির পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। অনুষ্ঠানে, আজসু নেতা হরেলাল মাহতো বলেন যে কোলহানের পবিত্র মাটির আত্মসম্মান রক্ষা করার জন্য অনেক যুদ্ধ হয়েছে। যার মধ্যে চুহাড় বিদ্রোহ, হো বিদ্রোহ ও কোল বিদ্রোহ ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। তিনি বলেন, সেই সময়ে ভারতীয় জনগণ ব্রিটিশ শাসনের স্বৈরাচারী শাসনে বিপর্যস্ত ছিল। যার বিরুদ্ধে লড়াই করা ছিল খুবই চ্যালেঞ্জিং। কিন্তু বিপ্লবী সাহসী যোদ্ধা রঘুনাথ মাহাতোর নেতৃত্বে তৎকালীন বরাভূম ও পাতকুমের দেশপ্রেমিক যোদ্ধারা তাদের বীরত্বে ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর ঘুমহীন রাত করে দিয়েছিলেন। ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চুহাড় সেনাবাহিনী শত শত ব্রিটিশ সৈন্যকে হত্যা করে। চুহাড় সেনার ভয়ে ইংরেজ সরকার বিশ্বাসঘাতকতার নীতি গ্রহণ করে রঘুনাথ মাহাতো এবং তার কয়েক ডজন বিপ্লবী সঙ্গীকে ১৭৭৮ সালের ৫ এপ্রিল সিল্লী ব্লকের লোটা কিতায় হত্যা করে। আমাদের সেই মহাপুরুষদের আদর্শ অনুসরণ করে শহীদ রঘুনাথ মাহাতোর স্বপ্নের সোনার ভারত গড়তে হবে।

সংরক্ষিত সেনাদলে থাকার বয়স বাড়ালো ফ্রান্স

প্যারিস ঃ সংরক্ষিত সেনাদলে থাকার বয়সও বাড়ালো ফ্রান্স। সংরক্ষিত সেনাদলে থাকার বয়স ৭০ করা হয়েছে। রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধ পুরো ইউরোপের নিরাপত্তা ব্যবস্থার চেহারা বদলে দিয়েছে। ফ্রান্সের মতো অনেক দেশ প্রতিরক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ বাড়িয়েছে। মাক্রোঁর দেশ তো আরো একধাপ এগিয়ে সংরক্ষিত সেনাদলের বয়সও বাড়িয়ে দিল। এই সংরক্ষিত সেনাদল মানে সামরিক প্রশিক্ষণ নেয়া মানুষ এই সেনাদলে থাকবেন এবং প্রয়োজনে সামরিক কাজ করবেন। এই সেনাদলে থাকার বয়স ৭০ করার কথা ঘোষণা করেছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়ানোর কথা ঘোষণা করে মন্ত্রী বলেছেন, ''সংরক্ষিত সেনাদলে থাকার বয়স বাড়িয়ে ৭০ করা হয়েছে। আর কিছু ক্ষেত্রে যেখানে বিশেষ দক্ষতা লাগে, সেখানে অবসরের বয়স করা হয়েছে ৭২ বছর। '' প্রতিরক্ষামন্ত্রীর মতে, ''অনেকের সামরিক দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও বয়সের কারণে তারা এই সেনাদলে থাকতে পারেন না। এর কোনো অর্থ হয় না। তাই বয়সসীমা বাড়ানো হলো।'' ফ্রান্সে প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়ানো হলো। ফ্রান্সের প্রতিরক্ষা বাজেট ছিল প্রায় চার হাজার চারশ কোটি ইউরো। বলা হয়েছে, ২০৩০ সালের মধ্যে প্রতিরক্ষা বাজেট হবে ছয় হাজার নয়শ কোটি ইউরো। ন্যাটোর সদস্য দেশগুলির মধ্যে অনেকেই প্রতিরক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দ বাড়াবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফ্রান্সের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, বেশ কয়েকটি জায়গা থেকে বিপদের কারণ দেখা দিয়েছে। তাই প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়ানো হলো। ফ্রান্স যাতে তার বন্ধু দেশগুলির সঙ্গে থাকতে পারে এবং নিজেদের রক্ষা করতে পারে, সেজন্য এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, এই বিপদের মধ্যে সন্ত্রাসবাদ, ইউক্রেন যুদ্ধ, সাইবার যুদ্ধ আছে।

স্কুল বই থেকে বাদ মুঘল আমল

নয়া দিল্লি ঃ কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় এবং উত্তরপ্রদেশের সমস্ত স্কুলপাঠ্য থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে মুঘল যুগ। এমনই নির্দেশ দিয়েছে পাঠ্যক্রম সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় সংস্থা।

সুলতানি আমল এবং মুঘল আমল পড়ার প্রয়োজন নেই ছাত্রছাত্রীদের। এমনই মনে করে এনসিইআরটি বা কেন্দ্রীয় পাঠ্যক্রম সংক্রান্ত সংস্থা। তারা নির্দেশ দিয়েছে, ওই বিষয়ক সমস্ত চ্যাপ্টার একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যক্রম থেকে বাদ দিয়ে দিতে হবে। এখানেই শেষ নয়, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বই থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে ভারতে সমাজতান্ত্রিক এবং বামপন্থি আন্দোলনের ইতিহাস। বাদ দেওয়া হচ্ছে স্বাধীনতা পরবর্তী কংগ্রেস আমলের একাধিক বিষয়। ভারতের গণতন্ত্র এবং নানা ভাষা নানা পরিধানের বৈচিত্র সংক্রান্ত চ্যাপ্টার বাদ দেওয়া হচ্ছে সিভিক সায়েন্সের বই থেকে। বিজ্ঞানের বই থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে জননতন্ত্র সংক্রান্ত চ্যাপ্টার। কেন এমন হচ্ছে? এনসিইআরটির দাবি, ওই বিষয়গুলি না পড়লে ছাত্রছাত্রীদের কোনো ক্ষতি হবে না। করোনার সময় স্কুল যেতে পারেনি ছাত্রছাত্রীরা। ফলে এমনিতেই তাদের উপর এখন অনেক চাপ। তাই চাপ কমাতে এই বিষয়গুলি বাদ দেওয়া হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশ জানিয়েছে, তাদের রাজ্যে সবসময়ই এনসিইআরটির বই পড়ানো হয়। ফলে তাদের পাঠ্যক্রম থেকেও এই সমস্ত বিষয় বাদ দিয়ে দেওয়া হবে। উত্তরপ্রদেশের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব দীপক কুমার জানিয়েছেন, ''২০২৩-২৪ সালের পাঠ্যক্রম থেকে এই বিষয়গুলি বাদ দিয়ে দেওয়া হবে।'' এনসিইআরটি জানিয়েছে, ২০২২ সালে সিবিএসই র বই থেকে এই চ্যাপ্টারগুলি আগেই বাদ দেওয়া হয়েছিল। এবার বাকি বোর্ডের বই থেকেও বাদ দেওয়া হচ্ছে। ইতিহাসের শিক্ষক সায়ন্তন দাস এবিষয়ে ডিডাব্লিউকে জানিয়েছেন, ''বিজেপির সরকার যে এ পথে হাঁটবে, তাতে আর আশ্চর্য কী! ধীরে ধীরে ভারতের ইতিহাসই বদলে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু এভাবে ইতিহাস স্তব্ধ করে দেওয়া যায় না।'' সায়ন্তনের বক্তব্য, এই সংকীর্ণ রাজনীতির জন্য একটা গোটা প্রজন্ম অর্ধ সত্য জেনে বড় হবে। এটাই সবচেয়ে দুঃখের।

ডিপ্রেশন কাটাতে স্বজনদের নিয়ে মিউজিয়াম দর্শন

বেলজিয়াম ঃ ডিপ্রেশন বা বিষণ্ণতা শনাক্ত করা, করলেও সেটা স্বীকার করে চিকিৎসকের কাছে যাওয়া অনেকের জন্যই কঠিন। বেলজিয়ামে এক পরীক্ষামূলক প্রকল্পে অভিনব উপায়ে এমন রোগীদের সাহায্যের চেষ্টা চলছে। বিষণ্ণতা মনের অন্ধকার এক দিক। দৈনন্দিন জীবনে ডিপ্রেশনের প্রভাব যে কত কঠিন, দীর্ঘদিনের ভুক্তভোগী হিসেবে স্টেফান কঁপিয়ঁ তা হাড়ে হাড়ে বোঝেন। নিজের সমস্যার উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, ''জামাকাপড় বদলে বাইরে যাওয়া, অন্যদের সঙ্গে দেখা করা, কোনো যানে ওঠা, সবই কঠিন।'' তবে আজ তিনি তাঁর থেরাপিস্টের কাছ থেকে ভিন্ন ধরনের প্রেসক্রিপশন পাচ্ছেন। তিনি ও তাঁর ডাক্তার ভ্যাঁসঁ লুস্তিজিয়ে ছয় মাসের এক পরীক্ষামূলক প্রকল্পে অংশ নিচ্ছেন। তার আওতায় প্রেসক্রিপশন হিসেবে ডিপ্রেশনের রোগীদের ব্রাসেলস শহরে পছন্দের পাঁচটি মিউজিয়াম ঘুরতে বলা হয়। ব্রুগমান হাসপাতালের চিকিৎসক ভ্যাঁসঁ লুস্তিজিয়ে বলেন, ''আমাদের মতে, এটা সবার জন্য উপকারী হতে পারে। কিন্তু কেউ কেউ নিজের বাসার চেনা পরিবেশ ছেড়ে বাইরে যেতে লজ্জা পায় বলে যেতে চায় নি। তবে বেশিরভাগ রোগী আগ্রহ দেখিয়েছেন।'' স্টেফান কঁপিয়ঁ এখন স্বেচ্ছায় এক অন্ধকার জায়গায় যাচ্ছেন। তিনি আমাদের ব্রাসেলসের ড্রেন বা নর্দমা মিউজিয়ামে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আর্ট থেরাপি নতুন কিছু নয়। ডিপ্রেশনের রোগীদের মিউজিয়ামে যাবার পরামর্শও নতুন নয়। কিন্তু পরীক্ষামূলক প্রকল্পের আওতায় এই প্রথম সেই পরামর্শকে প্রেসক্রিপশন হিসেবে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ফলে রোগীরা সম্ভবত সত্যি বের হবার প্রেরণা পাচ্ছেন। সেইসঙ্গে তাঁরা বিনামূল্যে তিন জন পর্যন্ত মানুষকে সঙ্গে নিতে পারেন। সেটা অত্যন্ত জরুরি, কারণ, ডাক্তারদের মতে যে মানুষটি মনস্তাত্ত্বিক এবং সম্ভবত আর্থিক কষ্টেও ভুগছেন, তাঁর জন্য সমাজের অংশ হবার অনুভূতি আবার জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করা উচিত। লুস্তিজিয়ে বলেন, ''রোগী কাছের মানুষ বা নিজের পরিবারের সঙ্গে যেতে পারেন। আমাদের জন্য সেটা একটা নতুনত্ব, তাই আমরাও খুব রোমাঞ্চ বোধ করছি।'' ব্রাসেলস শহরের ডেপুটি মেয়র ডেলফিন উবা এই প্রকল্প চালু করেন। ক্যানাডায় একই রকম উদ্যোগের কথা শুনে তিনিও এমন পরীক্ষা চালাতে চেয়েছিলেন। তিনি মনে করিয়ে দেন, ''বেলজিয়ামে দশ বছরে ডিপ্রেশনের রোগীর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গেছে। এটা বিশাল সমস্যা। কত লোক যে বাইরে বা হয়তো ভেতরে কষ্ট পাচ্ছেন, আমরা তা জানি না। তাই এটা ঠিক, যে আমাদের হারানোর কিছু নেই। ডাক্তার ও রোগীদের কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। আর মিউজিয়ামে দর্শনার্থীদের সংখ্যা বাড়ছে।'' বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক রিপোর্টে ৯০০টিরও বেশি গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী স্বাস্থ্যের উপর শিল্পকলার ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। মার্চ মাসে পরীক্ষামূলক প্রকল্প শেষ হবে বটে, কিন্তু উবা বলেন যে চূড়ান্ত পরিসংখ্যানের আগেই বিশাল মাত্রায় ইতিবাচক সাড়া পেয়ে তিনি সেই কর্মসূচি আরও সম্প্রসারণের আশা করছেন। ডেলফিন উবা বলেন, ''অন্য কয়েকটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানও আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে, অনেক ডাক্তারও প্রকল্পে যোগ দিতে চেয়েছেন। মানুষের মধ্যে অনেক উৎসাহ দেখতে পাচ্ছি। এই কর্মসূচি সম্পর্কে মানুষকে বোঝাতে এবং তাদের এখানে আসার সাহস দিতে হয়তো আরও সময় লাগবে। তবে আমার মতে, কয়েকজন মানুষ উপকার পেলেও সেটা খুব ইতিবাচক ফল।'' কয়েকজন দর্শনার্থী প্রেসক্রিপশন ছাড়াই উপকার পাচ্ছেন। স্টেফান কঁপিয়ঁর অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দিচ্ছে, যে চাঙ্গা বোধ করতে 'সুন্দর' কিছু দেখারও প্রয়োজন নেই। তিনি বলেন, ''আমি অনেক ভালো বোধ করছি, সন্দেহ নেই। নিজের সমস্যা ভুলে পৃথিবীর বিস্ময় দেখছি।'' পরিবার ও স্বজনদের সঙ্গে মিলে তিনি যা শিখেছেন, তা সবার সঙ্গে ভাগ করে নিতে তিনি আগ্রহী। এভাবে তিনি আরও কিছুটা অন্ধকার দূর করতে চান।

সিকিম চীন সীমান্তে তুষারধস, মৃত অন্তত সাত

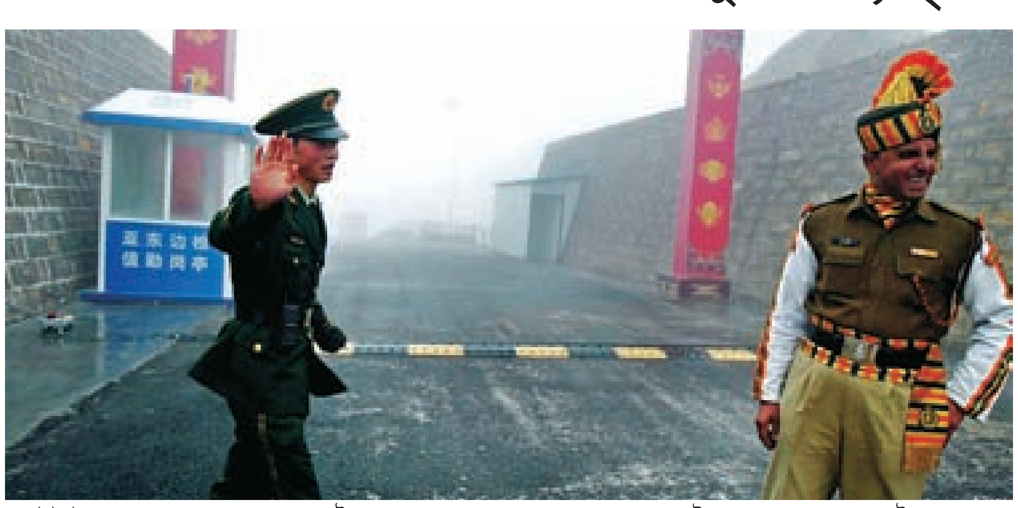

নাথুলাঃ মঙ্গলবার দুপুরে আচমকাই তুষারধস নামে নাথুলায়। বরফের তলায় তলিয়ে গিয়ে অন্তত সাতজন পর্যটকের মৃত্যু। সিকিম চীন সীমান্তে নাথুলা সারা বছরই পর্যটকে ছেয়ে থাকে। চীন সীমান্তের এই পাহাড়ি পাসে মঙ্গলবার বেলা ১১টা ১০ নাগাদ আচমকাই তুষার ধস নামে। সেনাবাহিনীর তরফে বিবৃতি জারি করে বলা হয়েছে, সে সময় ওই জায়গায় পাঁচ ছয়টি পর্যটক বোঝাই গাড়ি ছিল। ভিতরে অন্তত ৩০ জন পর্যটক ছিলেন। সকলেই বরফের তলায় তলিয়ে যায়। তুষারধস থামার সঙ্গে সঙ্গে সেনার ত্রিশক্তি বাহিনীর জওয়ানরা উদ্ধারকাজে নেমে পড়ে। সঙ্গে হাত লাগায় বিআরও র কর্মীরা। আবহাওয়া খারাপ থাকায় দ্রুত উদ্ধারকাজ সম্ভব হচ্ছে না। সেনাবাহিনীর মুখপাত্র লেফটন্যাঃট কর্নেল মহেন্দ্র রাওয়াত জানিয়েছেন, বিকেল চারটে পর্যন্ত ২৩জন পর্যটককে উদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্যে ছয়জনকে গভীর উপত্যকা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। সকলকেই সেনাবাহিনীর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এখনো পর্যন্ত সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তুষারধসের জন্য রাস্তায় আটকে পড়ে অন্তত ৮০টি পর্যটকের গাড়ি। সব মিলিয়ে ৩৫০ জন পর্যটক রাস্তাতেই আটকে আছেন বলে সেনাবাহিনী জানিয়েছে। কিন্তু তারা আহত হননি। রাস্তা পরিষ্কার করে তাদের গ্যাংটকে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে। ভারত সিকিম সীমান্তের নাথুলা একটি হাই অলটিটিউড পাস। পাসের একদিকে চীনের সেনা, অন্যদিকে ভারতের। মাঝে ফটক তৈরি করা হয়েছে। পর্যটকেরা একেবারে চীন সীমান্ত পর্যন্ত যেতে পারেন।

জার্মানিতে চালু ৪৯ ইউরোর মাসিক গণপরিবহন টিকিট

বার্লিন ঃ করোনা এবং ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে জার্মানিতে জীবনযাত্রার খরচ বেড়েছে অনেক। জনগণকে সহায়তায় প্রণোদনা, এককালীন অর্থপ্রদানসহ নানা পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার।

এর ধারাবাহিকতায় গণপরিবহণের জন্য এবার চালু হচ্ছে ৪৯ ইউরোর ডয়েচলান্ড টিকিট।

রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের উত্তাপ ছড়িয়েছে সমগ্র ইউরোপের পরিবহণ খাতে। জনগণের ওপর চাপ কমাতে গণপরিবহণ ব্যবহারে গত বছরের গ্রীষ্মে পরীক্ষামূলকভাবে তিন মাসের জন্য নয় ইউরোর মাসিক টিকিট চালু করে জার্মান সরকার। কিন্তু এরপর কী হবে, সে বিষয়ে একমত হতে পারছিল না ফেডারেল এবং রাজ্য সরকারগুলো। অবশেষে জার্মানির জোট সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলো একমত হয়েছে ৪৯ ইউরোর (প্রায় ছয় হাজার বাংলাদেশি টাকা) মাসিক গণপরিবহণ টিকেট চালু করতে। প্রাথমিকভাবে এই টিকেট দুই বছর চালু রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। তিন এপ্রিল থেকে এই টিকিট কিনতে পাওয়া যাচ্ছে, তবে এই টিকিট নিয়ে ভ্রমণ করা যাবে মে মাস থেকে।

ডিজিটাল সাবস্ক্রিপশনের অংশ হিসাবে টিকিট কেনা যাবে অনলাইনে। 'গাড়ির দেশ' খ্যাত দেশটিতে ৪৯ ইউরোর এই টিকিট দিয়ে স্থানীয় ও আঞ্চলিক গণপরিবহন নেটওয়ার্কগুলোতে ভ্রমণ করতে পারবেন। তবে দুরপাল্লার দ্রুতগতির আন্তনগর ট্রেন আইসিই বা আইসি এই টিকিটের আওতায় পড়বে না।

এর ফলে ব্যক্তিগত গাড়ির বদলে মানুষ গণপরিবহণ ব্যবহারে আরো আগ্রহী হয়ে উঠবেন বলে আশা করছে সরকার। এতে জ্বালানির ওপর চাপ কমবে, জনগণের জীবনযাত্রার খরচও কমে আসবে।

বেশি সংখ্যক মানুষ ব্যক্তিগত গাড়ির বদলে বাস ট্রেনে চলাচলে উৎসাহিত হলে জার্মানির জলবায়ু লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তা হবে বলেও মনে করা হচ্ছে। যাত্রীদের সুবিধা বিবেচনা করে ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশ এরইমধ্যে গণপরিবহণের টিকিটে মূল্যছাড় সুবিধা প্রদান করে আসছে।

২০২০ সালের মার্চ মাসে লুক্সেমবার্গ দেশব্যাপী বাসিন্দা এবং পর্যটকদের জন্য বিনামূল্যে গণপরিবহণ সেবা চালু করে। অস্ট্রিয়াতে জনগণ এক হাজার ৯৫ ইউরোতে 'ক্লিমা টিকিট' বা জলবায়ু টিকিট দিয়ে দেশের যে কোনও জায়গায় সকল গণপরিবহণে ভ্রমণ করতে পারেন। কেবল ১৫ ইউরো রেজিস্ট্রেশন ফি এর বিনিময়ে মাল্টা গত অক্টোবরে তার বেশিরভাগ বাস রুটে স্মার্ট কার্ডধারীদের জন্য বিনামূল্যে গণপরিবহণ চালু করে। ফ্রান্স, এস্তোনিয়া ও ইউরোপীয় অন্যান্য দেশের বেশকিছু শহরে একই রকম সুবিধা চালু রয়েছে। ২০২২ সালের জুনে তিন মাসের জন্য চালু হওয়া নয় ইউরোর টিকিট চালু হয়েছিল। অ্যাসোসিয়েশন অফ জার্মান ট্রান্সপোর্ট কোম্পানিজের তথ্য অনুসারে এই টিকিট পাঁচ কোটিরও বেশি বিক্রি হয়েছে। গাড়ির ব্যবহার কমার ফলে মাত্র তিন মাসে ১৮ লাখ মেট্রিক টন কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমনও কমেছিল।

ফ্রান্সে 'অপমানিত' লিওনেল কোথায় যাবেন - সৌদি আরব নাকি স্পেন?

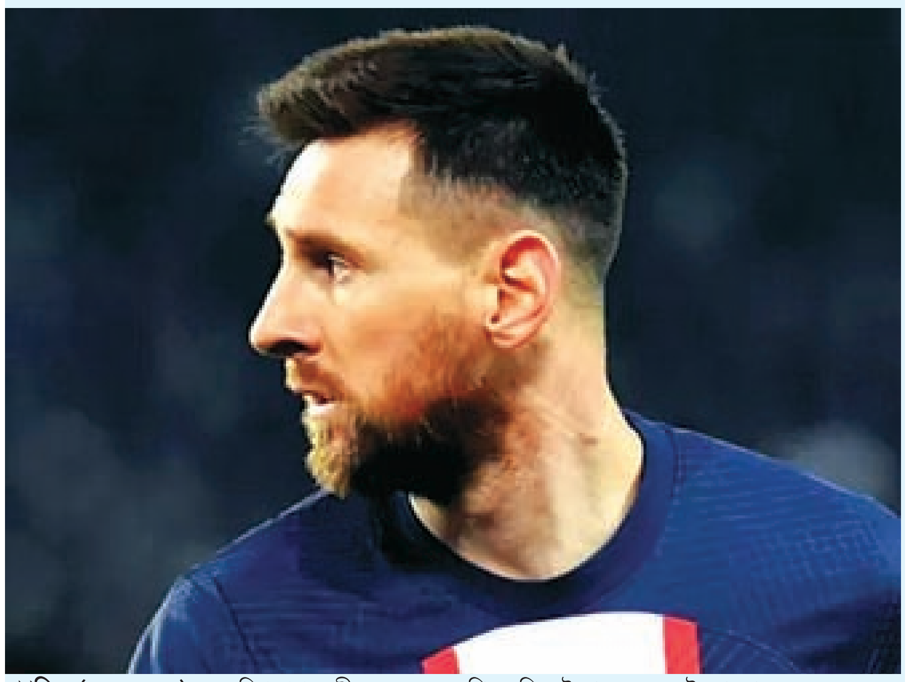

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ বিশ্বকাপ জয়ী আর্জেন্টাইন অধিনায়ক লিওনেল মেসিকে পেতে ৪০ কোটি ইউরোর প্রস্তাব দিয়েছে সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলাল। মুদ্রায় সাড়ে চার হাজার কোটি টাকারও বেশি।

এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলে এটাই হবে ফুটবল ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অঙ্কের চুক্তি। আবারও লিওনেল মেসি ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোকে একই লিগে দেখা যেতে পারে। রোনালদোকে বিশ্বকাপের পরপরই সৌদি আরবের আরেক ক্লাব আল নাসর ২০ কোটি ইউরোর বেশি দিয়ে দলে নিয়েছিল।

মেসি যদি আল হিলালের চুক্তিতে রাজি হয়ে যান, তবে তিনি রোনালদোর দ্বিগুণ বেতন পাবেন সৌদি আরবে। লিওনেল মেসি এখন ফরাসী ক্লাব প্যারিস সেইন্ট জার্মেইয়ের হয়ে খেলছেন। চলতি বছরের ৩০শে জুন মেসির সাথে পিএসজির চুক্তি শেষ হবে, তখন মেসি হবেন ফ্রি এজেন্ট, অর্থাৎ কোনও ক্লাব ট্রান্সফার ফি ছাড়াই মেসিকে দলে টানতে পারবে।

পিএসজি যদিও চাচ্ছে মেসিকে আরও এক মৌসুম ক্লাবে রাখতে। কিন্তু খেলাধুলা বিষয়ক ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম স্কাই স্পোর্টস বলছে, লিওনেল মেসি ও পিএসজির সম্পর্ক সামনে এগুবে না বলেই মনে হচ্ছে। পিএসজি এখন একটা খারাপ সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, গত মাসে রেঁনের কাছে এরপর এপ্রিল মাসের তিন তারিখ লিঁওর বিপক্ষে হেরেছে পিএসজি। যে ক্লাবে লিওনেল মেসি, কিলিয়ান এমবাপের মতো ফুটবলার আছেন সেই ক্লাবের সমর্থকরা ঘরের মাটিতে এমন হার মেনে নিতে পারেননি। পিএসজির স্টেডিয়াম পার্ক ডে প্রেন্সেসে লিওনেল মেসিকে উদ্দেশ্য করে বাঁশি বাজিয়েছে এবং দুয়ো দিয়েছে ফরাসী ক্লাবটির সমর্থকরা, যেটা ভালোভাবে নেননি সাবেক ফুটবলাররা।

মেসির সাবেক সতীর্থ ফরাসী ফুটবলার থিয়েরি ওঁরি মনে করেন, ফুটবলের ভালোবাসার জন্যই মেসির উচিৎ বার্সেলোনায় ফিরে যাওয়া। পার্কে যেটা হলো সেটা বিব্রতকর, আপনি আপনার সেরা ফুটবলারকে উদ্দেশ্য করে এভাবে বাঁশি বাজাতে পারেন না, যে কি না ১৩টি গোল ও ১৩টি এসিস্টও করেছেন। বিশ্বকাপ জয়ী একজন ফুটবলারের প্রতি এই আচরণকে 'অপমানজনক' বলছেন ওঁরি। ফ্রান্সের কিংবদন্তী এই ফরোয়ার্ড বলেন, তিনি মেসির ক্যারিয়ারের শেষ দিনগুলো তিনি ইউরোপে দেখতে চান, বিশেষত বার্সেলোনায়। ওঁরি ও মেসি বার্সেলোনায় একসাথে খেলেছেন, ২০০৯ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিও জিতেছিলেন। বার্সার জন্য মেসি যা করেছে এবং যেভাবে মেসি বার্সেলোনা ছেড়েছিল তা আমার একেবারেই ভালো লাগেনি, বলেন ওঁরি।

লিওনেল মেসি পিএসজি যোগ দেয়ার পর ব্যালন ডি অর জিতেছেন, জিতেছেন বহুদিনের স্বপ্ন ফিফা বিশ্বকাপ।

পিএসজির সমর্থকরা চাইছেন ক্লাবে সাফল্য, বিশেষত চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বায়ার্ন মিউনিখের কাছে হেরে বাদ পড়ার পর মেসির সমালোচনায় মেতে উঠেছেন সমর্থকদের একটা অংশ। বিশ্বকাপের পর পিএসজি সাতটি ম্যাচে হেরেছে। চলতি বছর মেসি ১৩ ম্যাচে ছয় গোল করেছেন। তবে পিএসজি চাইছে এখন তরুণ ফুটবলারদের নিয়ে একটা ফুটবল প্রকল্প দাঁড় করাতে, যেখানে সাময়িক সাফল্যের চেয়ে দীর্ঘমেয়াদি সাফল্যকেই বড় করে দেখা হবে। ফুটবল বিশেষজ্ঞ কাভেহ সোলেকোল মনে করছেন, এখন যে অবস্থা তাতে করে পথ আলাদা হলে মেসি ও পিএসজি দুই পক্ষের জন্যই ভালো।

ফরাসী গণমাধ্যমেও মেসিকে নিয়ে নেতিবাচক খবর বের হচ্ছে কিছুদিন যাবৎ, ফ্রান্সের ফুটবল বিষয়ক শীর্ষ সংবাদ মাধ্যম এল একুইপে ব্যানার হেডলাইনে এসেছে, 'মেসি উধাও'।

এসব কিছুই ভালোভাবে নিচ্ছেন না লিওনেল মেসি ও তার পরিবার।

লিওনেল মেসির বাবা হোর্জে মেসি তার এজেন্ট হিসেবে আছেন। তিনি ফেব্রুয়ারি মাসে পিএসজির সাথে চুক্তি নবায়নের বিষয়ে আলাপ করেছিলেন। কিন্তু এখন এই চুক্তি নবায়নের সম্ভাবনা কমে আসছে। লিওনেল মেসির চাওয়া তিনি শীর্ষ পর্যায়ের ইউরোপিয়ান ফুটবলে খেলা। বার্সেলোনা চাইছে তাদের ইতিহাসের সেরা ফুটবলারকে আবারও দলে ফেরাতে। কিন্তু এখন লিওনেল মেসিকে দলে নেয়ার আর্থিক সামর্থ্য বার্সেলোনার আছে কি না সেটাই একটা বড় প্রশ্ন। স্প্যানিশ ফুটবল সাংবাদিক জেরার্ড রোমেরো এক টুইটার বার্তায় লিখেছেন, বার্সেলোনা এখন পৃষ্ঠপোষক খুঁজছে, মেসিকে দলে নিতে বিপুল অর্থের প্রয়োজন, সেটা জোগাড় না করে কোনও প্রস্তাব দেবে না বার্সা।

২০০০ সালে আর্জেন্টিনার নিউয়েলস ওল্ড বয়েজ থেকে ১৩ বছর বয়সে বার্সার বিখ্যাত 'লা মাসিয়া' অ্যাকাডেমিতে যোগ দেন মেসি। সিনিয়র দলের হয়ে তার অভিষেক হয় ১৬ বছর বয়সে, ২০০৪ সালে। বার্সেলোনায় লিওনেল মেসি ক্যারিয়ারের সবচেয়ে সুন্দর সময় কাটিয়ে এসেছেন, সে সময় মেসির সতীর্থ ছিলেন জাভি হার্নান্দেজ, এখন তিনি বার্সেলোনার কোচ।

বার্সেলোনা মাঝে খারাপ সময় কাটালেও চলতি মৌসুমে লা লিগা জয়ের পথেই আছে। বার্সেলোনা এখন স্পন্সর ও ইউরোপিয়ান ফুটবলের ফিনান্সিয়াল ফেয়ার প্লের দিকে তাকিয়ে, লিওনেল মেসি সমর্থকরা এখন সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়। গত বছরের মে মাসে মেসির আমেরিকান ক্লাবে যাওয়ার খবরও বেরিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা হয়নি। লিওনেল মেসি আমেরিকায় গেলে মায়ামিতে থাকেন। লিওনেল মেসি যে আমেরিকা যেতে চান সেটা কখনোই গোপন ছিল না। মায়ামির সৈকতে তার একটি বাড়ি আছে এবং তিনি আগেই বলেছেন ক্যারিয়ারের শেষ দিকে দুই বছর আমেরিকায় খেলতে চান।

আইপিএলে কত টাকা পান আম্পায়াররা?

মুম্বাই ঃ আইপিএল খেলে ক্রিকেটাররা যে বিপুল অর্থ পান তাই নয়, ম্যাচ পরিচালনা করে আম্পায়াররাও কম রোজগার করেন না।

আইপিএলের একটা ম্যাচ পরিচালনা করে এলিট গ্রুপে থাকা আম্পায়াররা এবার পাচ্ছেন এক লাখ ৯৮ হাজার টাকা। শুধু তাই নয়, তারা ১২ হাজার পাঁচশ টাকা করে ডেইলি অ্যালাওয়েন্স পান। এর মধ্যে তাদের যাতায়াত ও থাকার খরচ ধরা আছে। আইপিএলের ২০টি ম্যাচ খেলালে তারা ৪০ লাখ টাকা রোজগার করতে পারেন।

আইপিএলে আম্পায়ারদের দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। এলিট আম্পায়ার। যাদের অভিজ্ঞতা প্রচুর। এছাড়া আছে ডেভলাপিং প্যানেল। এই প্যানেলে সেই সব আম্পায়ার থাকেন, যাদের অভিজ্ঞতা নেই বা খুব কম আছে। ডেভলাপিং গ্রুপে থাকা আম্পায়াররা প্রতিটি ম্যাচ খেলিয়ে ৫৯ হাজার টাকা পান।

২০২৩এর আইপিএলে এলিট ও ডেভলাপিং গ্রুপের আম্পায়ারদের টাকা বাড়ানো হয়েছে।

এবার আইপিএল কেলাবেন ১২জন ভারতীয় ও তিনজন বিদেশি আম্পায়ার। এই আম্পায়াররা শুধু যে ম্যাচ ফি পান তাই নয়, তারা স্পনসরারদের কাছ থেকে বোনাসও পান। গতবার প্রত্যেক আম্পায়ার সাত লাখ ৩৩ হাজার টাকা বোনাসও পেয়েছিলেন। এবারও একই স্পনসর থাকায় তারা অন্তত একই পরিমাণ অর্থ বোনাস হিসাবে পাবেন বলে ধরা হচ্ছে।

কলকাতায় অলরাউন্ডার সাকিবের বদলি ব্যাটসম্যান রয়

কলকাতা ঃ অলরাউন্ডারের বদলি কোনো অলরাউন্ডার নয়, কলকাতা নিয়েছে একজন ব্যাটসম্যানকে। সাকিব আল হাসানের বদলি হিসেবে ২ কোটি ৮০ লাখ রুপিতে কলকাতা দলে ভিড়িয়েছে ইংলিশ ওপেনার জেসন রয়কে। এর আগে কলকাতার দেওয়া প্রস্তাবে রাজি হয়ে এবারের আইপিএল থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন সাকিব। মূলত, জাতীয় দলের খেলা থাকার কারণে সাকিব আইপিএলের শুরুর মতো পরের দিকেও কলকাতা নাইটরাইডার্সের হয়ে খেলতে পারতেন না। আয়ারল্যান্ড সিরিজের কারণে শুরুটা তো মিস করেছেনই, পরের দিকেও মিস করতেন। কারণ, বাংলাদেশ দল তখন ইংল্যান্ডে যাবে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ওয়ানডের সিরিজ খেলতে। সিরিজটা হবে আগামী ৯ থেকে ১৪ মে। তার আগে ৫ মে আছে একটা প্রস্তুতি ম্যাচও। আর আইপিএল শেষ হবে ২৮ মে।

যেহেতু টুর্নামেন্টের অনেকটা সময় কলকাতা সাকিবকে দলে পাবে না, সাকিবের পরিবর্তে অন্য কোনো বিদেশি ক্রিকেটারকে দলে নিতে চেয়েছিল কলকাতা। সাকিবকে সেই প্রস্তাব দেওয়ার পর সাকিবও রাজি হয়ে যান। সাকিবের বদলে রয়কে নেওয়ার যথেষ্ট যুক্তি আছে। কারণ, শ্রেয়াস আইয়ার না থাকায় এই দলটায় সেই অর্থে নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যানের সংখ্যা কম। ভরসা রাখতে হচ্ছে নিতীশ রানা, রিংকু সিংদের ওপর।

প্রথম ম্যাচে ওপেনার হিসেবে খেলেছেন আফগানিস্তানের রহমানউল্লাহ গুরবাজ। তরুণ এই ওপেনারের প্রতিও হয়তো পুরোপুরি ভরসা রাখতে পারছে না কলকাতা। সে কারণেই দলে ভিড়িয়েছে ছন্দে থাকা অভিজ্ঞ রয়কে। কলকাতা রয়কে দলে নেওয়ায় লিটন দাসের একাদশে সুযোগ পাওয়া কিছুটা হলেও কঠিন হয়েছে। আয়ারল্যান্ড টেস্ট শেষে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন এই ওপেনার।

আইপিএলে রয় এখনো নিজেকে মেলে ধরতে পারেনি। তিনটি ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে খেলা রয় এখন পর্যন্ত খেলেছেন মাত্র ১৩ ম্যাচ। ২৯.৯১ গড় ও ১২৯.০২ স্ট্রাইক রেটে রান করেছেন ৩২৯। আইপিএলে কলকাতা রয়ের চতুর্থ দল।

এল ক্লাসিকো ঃ দাবার ছকে মুখোমুখি জাভি আনচেলত্তি

নয়া দিল্লি (ওয়েবডেস্ক) ঃ মৌসুমের পঞ্চম এল ক্লাসিকো, ফুটবল রোমান্টিকদের জন্য এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কী হতে পারে। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে রিয়াল বার্সার দ্বৈরথে কাতালান ক্লাবটির জয়ই যেন শেষ কথা হয়ে উঠেছে। তবে আজকের ম্যাচটি আগের ম্যাচগুলোর চেয়ে একটু আলাদা। এই ম্যাচে যারা জিতবে, তারা কোপা দেল রের শিরোপা মঞ্চে পৌঁছে যেতে পারবে। প্রথম লেগে জিতেছিল বার্সা। শুধু প্রথম লেগ কেন, শেষ তিন এল ক্লাসিকোর প্রতিটিতে জিতেছে বার্সা। ম্যাচটি তাই রিয়ালের জন্য প্রতিশোধ এবং মর্যাদা রক্ষারও। পাশাপাশি ম্যাচটি যে জাভি হার্নান্দেজকে কার্লো আনচেলত্তির জবাব দেওয়ারও। যদিও এই দ্বৈরথকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে নামাতে চান না রিয়াল কোচ, 'কোচদের মাঝে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব তৈরির বিষয়টা বেশ কঠিন। আমরা জেতার জন্যই খেলব।' অন্যদিকে রিয়ালের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রেখেও নিজেদের ফেবারিট মানতে নারাজ বার্সা কোচ জাভি। উল্টো চাপে থাকা রিয়ালকেই ফেবারিট মনে করছেন স্প্যানিশ কিংবদন্তি। যদিও নিজেদের কথায় যতই বিনয়ের অবতার হন, মাঠে লড়াইয়ে কেউ কাউকে যে ছেড়ে কথা বলবেন না, তা নিশ্চিত করেই বলা যায়। এমন রোমাঞ্চকর ম্যাচগুলোয় মূলত দুই দলের কৌশল, মাঠে খেলার মানিয়ে নেওয়ার প্রবণতা এবং খেলোয়াড়দের ছন্দে থাকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এল ক্লাসিকোয় সেই কৌশল ও প্রবণতা কেমন হতে পারে?

বড় ম্যাচগুলোতে সাধারণত দলগুলো একই ফরমেশন এবং কৌশলে স্থির থেকে খেলার চেষ্টা করে। এমন ম্যাচে ঝুঁকি নেওয়ার ফল হিতে বিপরীত হতে পারে। ২০২০-২১ মৌসুমের চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালে চেলসির বিপক্ষে কৌশল পরিবর্তন এনে দলকে শিরোপাবঞ্চিত করেছিলেন ম্যানচেস্টার সিটি কোচ পেপ গার্দিওলা। তাই বড় ম্যাচগুলোয় দলগুলো নিজেদের কৌশলে স্থির থেকে ফল বের করার চেষ্টা করে। আগের বছরগুলোতে রিয়াল বার্সাও নির্দিষ্ট কাঠামোয় খেলার চেষ্টা করেছে। যদিও এ মৌসুমে দুই দলই সেই অবস্থান থেকে সরে এসেছে।

এ মৌসুমে দুই দলই অবশ্য প্রায় সব ম্যাচে ৪-৩-৩ ফরমেশনে খেলা শুরু করেছে। কিন্তু ম্যাচের পরিস্থিতি এবং গতি বুঝে নিজেদের সেই কৌশলে পরিবর্তনও এনেছে তারা। কোপা দেল রের প্রথম লেগের কথায় ধরা যাক। সেই ম্যাচে কৌশল বদলে দলকে ৪-৪-২ ফরমেশনে খেলাতে শুরু করেন জাভি। মূলত রক্ষণকে সুদৃঢ় করতেই এই কৌশল নেন বার্সেলোনা কোচ। যার ফলও অবশ্য বার্সা হাতেনাতে পেয়েছে। সেই ম্যাচে ১৩টি শট নিয়েও কোনো শট লক্ষ্যে রাখতে পারেনি রিয়াল। সেদিন রিয়ালকে ঠেকাতে রক্ষণে বার্সা দারুণ নৈপুণ্য দেখিয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ জায়গাগুলোতে আলাদাভাবে খেলোয়াড় রেখে রক্ষণের কৌশল সাজান জাভি, যা কিনা রিয়ালের শট ঠেকানোর ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

বিপরীতে আনচেলত্তিও ভিন্ন ভিন্ন ফরমেশনে দলকে খেলিয়েছেন। তবে যে কৌশলটি রিয়াল কোচ সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছেন, সেটি ছিল ৪-৪-২, যেখানে তিনি ফেদে ভালভার্দেকে উইঙ্গার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। আবার ভায়াদোলিদের বিপক্ষে সর্বশেষ লিগ ম্যাচের কথায় ধরা যাক। এই ম্যাচে দলকে আনচেলত্তি খেলিয়েছেন ৪-২-৩-১ ফরমেশনে। যেখানে রদ্রিগো খেলেছেন মিডফিল্ডার হিসেবে। বার্সার সঙ্গে পেরে না উঠলেও ইতালিয়ান কোচের পরিবর্তিত কৌশল এ মৌসুমে বেশ ভালোভাবেই কাজে লেগেছে।

বার্সেলোনার বিপক্ষেও কৌশলে পরিবর্তন এনে একাদশ সাজাতে পারেন আনচেলত্তি। যেখানে তিনজন মিডফিল্ডারের সঙ্গে ভালভার্দে কিংবা দানি সেবায়োসের চেয়ে অধিক আক্রমণাত্মক খেলোয়াড়দের খেলাতে পারেন এই কোচ। যেমন দ্বিতীয় স্ট্রাইকার হিসেবে রদ্রিগোর পারফরম্যান্স বেশ ইতিবাচক। সঙ্গে তাঁর একক নৈপুণ্য তো রয়েছেই। নিজেকে মেলে ধরার সঙ্গে বাকি কাছ থেকে খেলাটা বের করে নিয়ে আসতে পারেন এই ব্রাজিলিয়ান। বলতে হবে ভিনিসিয়ুসের কথাও। দলগত ঐক্যের ভেতর দিয়েই মূলত বেশি ফুটে ওঠে ভিনিসিয়ুসের খেলা। বোঝাপড়ার ভেতর দিয়ে দারুণ সব সুযোগ তৈরি করতে পারেন ভিনি। এ ছাড়া করিম বেনজেমা তো আছেনই। আগের ম্যাচের হ্যাটট্রিকের স্মৃতি নিয়েই মাঠে নামবেন এই ফরাসি স্ট্রাইকার। নিজের দিনে যে শক্তিশালী রক্ষণের বিপক্ষে বেনজেমা একাই যথেষ্ট হতে পারেন।

এল ক্লাসিকোতে রিয়ালকে হারিয়ে ১২ পয়েন্ট এগিয়ে গেল বার্সেলোনা বার্সেলোনার ক্লাসিকো জয়ের উল্লাস রক্ষণ ও আক্রমণের সমন্বয়ের যারা বেশি দাপট দেখাতে পারবে, তাদের ম্যাচের সাফল্য লাভের সম্ভাবনাও অনেক বেড়ে যাবে। প্রথম লেগে তেমনই আগ্রাসী রূপান্তর থেকে গোল আদায় করে ম্যাচ বের করে নিয়েছিল জাভির দল। পাশাপাশি ডিফেন্সিভ ভুলের প্রবণতাও ম্যাচের ফল নির্ধারক হয়ে উঠতে পারে। দুই দলই যেখানে জয়ের জন্য খেলবে, চোখ থাকবে দ্রুত আক্রমণে উঠে গোল আদায় করে নেওয়ার দিকে, যা রক্ষণকে প্রতিপক্ষের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে পারে। ফলে ডিফেন্সিভ ভুল ও পর্যাপ্ত খেলোয়াড় না থাকা প্রতি আক্রমণ থেকে গোল হজমের আশঙ্কাও অনেক বাড়িয়ে দেবে। দুই দলকেই তাই এমন পরিস্থিতির ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। সব মিলিয়ে অনেক বেশি সংঘবদ্ধ থেকে দলগত ঐক্যের ভেতর দিয়ে যারা ম্যাচ করে আনার চেষ্টা করবে, এল ক্লাসিকোতে তাদের সাফল্য লাভের সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকবে।

ক্লাসিকোর এ লড়াইয়ে ফল নির্ধারক হয়ে উঠতে পারেন স্ট্রাইকাররাও। আগের ম্যাচগুলোয় দুই দলের দুই স্ট্রাইকারই নিজেদের সেরা ছন্দে ছিলেন না। কোপা দেল রের প্রথম লেগে তো রবার্ট লেভানডফস্কি খেলতেও পারেননি। যা দুই দলকে গোল মুখে ভুগিয়েছে। তবে এই এল ক্লাসিকোতে বেনজেমা এবং লেভানডফস্কি দুজনই নামবেন নিজেদের সেরা ছন্দে থেকে। ভায়াদোলিদের বিপক্ষে ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেছিলেন বেনজেমা, আর এলচের বিপক্ষে লেভানডফস্কি করেছেন জোড়া। দুই স্ট্রাইকারের ছন্দ থাকাও দুই দলকে বাড়তি আত্মবিশ্বাস জোগাবে। আজ রাতে এ দুজনের লড়াইয়ে যে জিতবেন, তিনিই ম্যাচের পার্থক্য গড়ে দিতে পারেন। তবে এ দুজনের পাশাপাশি রাফিনিয়া, গাভি, ভিনিসিয়ুস কিংবা রদ্রিগোর সেরাটা উজাড় করে দেওয়ার ওপরও নির্ভর করছে অনেক কিছু। নিজেদের দিনে যে তারাও ম্যাচের রূপ বদলে দিতে পারেন।

ব্রিটেনের যে কোম্পানি আরবি ভাষায় লাখ লাখ মানুষের কাছে ভুয়া খবর প্রচার করছে

লন্ডন (ওয়েবডেস্ক)ঃ বিবিসির ডিসইনফরমেশন টিম জানতে পেরেছে যে ব্রিটেনে নিবন্ধিত এক মিডিয়া কোম্পানি বিশ্বের লক্ষ লক্ষ আরবি ভাষী মানুষের কাছে রাশিয়ার সরকারের হয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়াচ্ছে।

ইয়ালা নিউজ নিরপেক্ষ সংবাদ প্রদানের দাবি করে, কিন্তু বিবিসি বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে এর প্রকাশিত বেশিরভাগ কন্টেন্ট সরাসরিভাবে রুশ রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া সাইটগুলো খবর প্রচার করে এবং এটি আসলে সিরিয়া থেকে কাজ করে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ইয়ালা নিউজের মূল কোম্পানি ইয়ালা গ্রুপের উপস্থিতি বেশ শক্তিশালী। এর ২০ বা ততোধিক ফেসবুক পাতা দেখতে বেশ ঝকঝকে এবং ভালভাবে তৈরি।

এর চটকদার ভিডিওগুলি প্রতি কয়েক ঘণ্টা পর পর আপলোড করা হয়, এর ত্রিশ লক্ষ আরবি ভাষী ফলোয়ারকে আকৃষ্ট করতে পারে এমন সব কন্টেন্ট প্রচার করা হয় ঃ সেলিব্রিটিদের সাক্ষাৎকার, কমেডি স্কেচ এবং বিশ্ব রাজনীতির নানা বিষয়।

ইয়ালা নিউজ সম্পর্কে যেসব রিভিউ রয়েছে সেগুলোতে দাবি করা হয়েছে যে তারা নিরপেক্ষ এবং স্বাধীন। কিন্তু একটু গভীরভাবে খেয়াল করলে দেখা যাবে যে এর খবরগুলোয় থাকে রাশিয়ানপন্থী অবস্থানের প্রতিফলন, যে খবরগুলোর অনেকগুলি একই দিনে রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় মিডিয়াতে প্রচারিত হয়েছে।

ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের কিছুদিন পরেই ইয়ালা নিউজের পোস্টগুলি দর্শক-পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে শুরু করে।

এখানে একটি উদাহরণ তুলে দেয়া হলো ২০২২ সালের ১০ই মার্চ রুশ রাষ্ট্রীয় টিভি উদ্ভট এবং সম্পূর্ণ কাল্পনিক একটি খবর প্রচার করে দাবি করে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাখিকে জৈব অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছে। এসব পাখি রাশিয়ায় উড়ে গিয়ে মারাত্মক সব রোগের জীবাণু ছড়িয়ে দিচ্ছে।

একই দিন বিকেলে ঐ খবরটি রুশ সরকারের সমর্থিত নেটওয়ার্ক স্পুটনিক আরবি এবং রাশিয়া টুডে (আরটি) আরবিতে অনুবাদ করে প্রকাশ করা হয়। এর দু'ঘণ্টা পর ঐ খবরটি, কিছু কিছু শব্দ অপরিবর্তিত রেখে, ইয়ালা নিউজের ফেসবুক পাতায় ভিডিও হিসাবে পোস্ট করা হয়।

জৈব অস্ত্র হিসেবে পাখির ব্যবহারের খবরটি শুধু একটি মাত্র ঘটনা।

এক বছর ধরে বিভ্রান্তিকর খবরের ওপর বিশেষজ্ঞদের সাথে নিয়ে বিবিসি ইয়ালা নিউজের সবচেয়ে বেশিবার দেখা হয়েছে এমন ভিডিওগুলি পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করেছে, এবং দেখতে পেয়েছে যে এর প্রায় সব খবরের সূত্র হয় ক্রেমলিনের সরাসরি মালিকানাধীন, নয়তো বিভিন্ন ক্রেমলিন-পন্থী নিউজ সাইট।

এসব ভুয়া খবরে দাবি করা হয়েছে যে ইউক্রেনের বুচায় রুশ গণহত্যাটি ছিল সাজানো নাটক, প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি ইউক্রেনে জনগণের প্রতি ভিডিওতে এক ভাষণ দেয়ার সময় বেহেড 'মাতাল' ছিলেন, এবং ইউক্রেনীয় সৈন্যরা যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাচ্ছে।

এই সব খবর তৈরি হয়েছে রুশ রাষ্ট্রীয় মিডিয়াতে, এবং কয়েক ঘণ্টা পরই ইয়ালা নিউজে সেই খবরগুলির ভিডিও প্রচারিত হয়েছে।

বেলেন কারাসকো রড্রিগেজ ব্রিটেনের সেন্টার ফর ইনফরমেশন রেজিলিয়েন্স নামে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে রাশিয়ার আন্তর্জাতিক প্রভাব নিয়ে কাজ করেন। তিনি বলছেন, ইয়ালা নিউজ মধ্যপ্রাচ্যে ক্রেমলিনের লাউডস্পিকার হিসেবে কাজ করছে।

তিনি বলেন, খবর প্রচারের সময় এবং খবরের সাদৃশ্যগুলি থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে ইয়ালা নিউজ রাশিয়ার জন্য তথ্য লন্ডারিং করছে ঃ তৃতীয় কোন পক্ষের মাধ্যমে প্রোপাগান্ডা চালানো হচ্ছে যাতে মনে না হয় ঐ খবরের সূত্রপাত হয়েছে ক্রেমলিন থেকে।

এটি এমন একটি কৌশল যা রাশিয়া আগেও ব্যবহার করেছে।

আরবি শ্রোতাদের মধ্যে ইয়ালা নিউজের জনপ্রিয়তার কারণে ক্রেমলিনের সাথে সম্পর্কিত সূত্রগুলি মনে করছে তাদের স্বার্থের পক্ষে করা করার জন্য নিউজ চ্যানেলটিকে ব্যবহার করা যেতে পারে, তিনি বলছিলেন।

সাইবার সিকিউরিটি ফার্ম প্রোটেকশন গ্রুপ ইন্টারন্যাশনালের রুয়ারিগ থর্নটন বলছিলেন, মানুষ রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় সমর্থক মিডিয়া সম্পর্কে আরও বেশি সচেতন হওয়ার সাথে সাথে তথ্য ধোলাইয়ের ঘটনা ধীরে ধীরে সাধারণ ব্যাপার হয়ে উঠছে।

কৌশলটি হলো ঃ ভুয়া বর্ণনা রয়েছে এমন খবরকে ধুয়ে মুছে তাকে মূলধারায় ছড়িয়ে দেয়া হয়। ডিজিটাল বিপণন সংস্থার মতো কিছু প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ করে এধরনের কন্টেন্ট তৈরি করা হয়। এসব কন্টেন্টে যেসব তথ্য থাকবে তার সাথে রাশিয়ার কোন ধরনের সংযোগ খুঁজে পাওয়া যাবে না। এরপর ঐ খবর বাস্তব দুনিয়ায় এমনভাবে ছড়িয়ে দেয়া হয় যাতে সেটি এমনিতেই লতায়-পাতায় বাড়তে থাকে, বলছিলেন তিনি।

ইয়ালা নিউজ হলো ইয়ালা গ্রুপের অংশ যেটি নিজেকে বর্ণনা করে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে ভিজ্যুয়াল প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে কাজ করে এমন একটি কোম্পানি হিসেবে।

কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের বাকি অপারেশনটি এর সোশ্যাল সাইটের মতো অতটা চটকদার না।

ইয়ালা গ্রুপের ওয়েবসাইটে দেয়া রয়েছে কিছু ডামি টেক্সট এবং স্টক ফটো। ফেসবুকে এর বেশিরভাগ ফাইভ স্টার রিভিউ দৃশ্যত ভুয়া।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে একই অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে একই তারিখে এসব রিভিউ লেখা হয়েছে। অর্থের বিনিময়ে ফেসবুক রিভিউ লেখা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় একটি বড় ব্যবসা হিসেবে সুপরিচিত।

এরকম দুটি সাধারণ রিভিউগুলোতে ইয়ালা নিউজকে নিরপেক্ষ, বস্তুনিষ্ঠ এবং পেশাদার এবং একটি চমৎকার, সৎ, এবং স্বচ্ছ সংবাদ প্ল্যাটফর্ম হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

কিন্তু এসব প্রশংসার সাথে একমত নন ইন্সটিটিউট অফ স্ট্র্যাটেজিক ডায়ালগের কর্মকর্তা মোস্তফা আয়াদ।

তিনি মনে করেন, ইয়ালা নিউজ প্রতিদিন অনেকগুলি ভিডিও পোস্ট করে যা একই ফরম্যাট অনুসরণ করে থাকে এবং হাজার হাজার ডলার খরচ করে এসব তৈরি করা হয়।

ইয়ালা গ্রুপ ব্রিটেনে নিবন্ধিত একটি কোম্পানি। এর ঠিকানা মধ্য লন্ডনের ব্লুমসবারিতে।

এই ঠিকানায় ৬৫ হাজারেরও বেশি অফিস রয়েছে, যার মধ্যে ১২,০০০ কোম্পানি এখন সক্রিয়। কিন্তু সেখানে এই ইয়ালা গ্রুপের নেই কোন অফিস কক্ষ কিংবা কোন কর্মচারী।

আমাদের সন্দেহ, ইয়ালা সিরিয়ার ভেতর থেকে কাজ করে। সিরিয়া গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত একটি দেশ, যার শাসক বাশার আল-আসাদ রাশিয়ার দীর্ঘদিনের মিত্র। রাশিয়া ১২-বছর ব্যাপী গৃহযুদ্ধে আসাদপন্থী বাহিনীকে অস্ত্র সরবরাহ করে আসছে।

স্থানীয়ভাবে পাওয়া তথ্য এবং জিওলোকেশন প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা ইয়ালার ফেসবুক পাতায় পোস্ট করা ছবিগুলোর সূত্র খুঁজে বের করেছি। এতে দেখা যাচ্ছে, এই সংস্থার কর্মী এবং এর অফিসটি দামেস্কের গাছপালায় ঢাকা এক শহরতলিতে অবস্থিত। কর্মচারীদের বেশিরভাগের সামাজিক প্রোফাইল থেকে জানা যাচ্ছে, তাদের অবস্থান সিরিয়ার রাজধানীতে।

ইয়ালা গ্রুপের একজন সাবেক কর্মচারী বিষয়টি আমাদের নিশ্চিত করেছেন।

ইয়ালার ক্লায়েন্টদের মধ্যে রয়েছেন সিরিয়ার শাসকপন্থী সেলেব্রিটি এবং সাংবাদিকরা। এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে, সিরিয়ার রাষ্ট্রীয় টিভির একজন রিপোর্টার শাদি হালউই, যিনি ইয়ালা গ্রুপের একজন ক্লায়েন্ট, তিনি আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞায় পড়া সিরিয়ান ব্যবসায়ী কাটেরজি ভাইদের সাথে পোজ দিচ্ছেন। মি. হালউই একটি রেডিও স্টেশনের মালিক যেটির অর্থ দিয়েছেন এই ক্যাটেরজি ভাইয়েরা।

ইয়ালার আরেকটি ক্লায়েন্ট হলো শাম এফএম। এটি একটি সরকারপন্থী রেডিও স্টেশন যাতে রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় রেডিও নেটওয়ার্কের অংশ স্পুটনিক আরবির তৈরি অনুষ্ঠানগুলি সম্প্রচার করা হয়।

বিবিসি মনিটরিং-এর সিরিয়ার মিডিয়া সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সরকারের সমর্থক বেসরকারি মিডিয়া আউটলেটগুলি প্রায়শই রাজনৈতিক এবং সামরিক বাহিনীর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত ব্যবসায়ী ব্যক্তিদের মালিকানাধীন হয়।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ব্রিটেনে নিবন্ধিত হওয়ার সুবাদে ইয়ালা গ্রুপ দেখাতে পারে যে তারা নিষেধাজ্ঞার অধীন কোন দেশ থেকে কাজ করছে না।

ফলে তারা ফেসবুকের মূল কোম্পানি মেটার মতো অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলির সাথে সহজেই ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে।

ইয়ালা গ্রুপের ফেসবুক পাতায় সম্প্রতি পোস্ট করে জানানো হয়েছে যে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে মেটার 'বিজনেস পার্টনার' হয়েছে, যার অর্থ এর সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং কোম্পানিগুলি ফেসবুকে মেটার সুপারিশ পেয়েছে।

এই বিষয়টি নিয়ে আমরা মেটার সাথে যোগাযোগ করলে তারা সেটি অস্বীকার করেছে।

আমরা ইয়ালার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আহমেদ মোয়েমনাকে খুঁজে বের করেছি। তিনি দুবাইতে বসবাসকারী একজন সিরিয়ান ব্যবসায়ী।

ইয়ালা গ্রুপ একটি ব্রিটেন-ভিত্তিক কোম্পানি, তিনি বিবিসিকে জানিয়েছেন। নানা ধরনের জননেতা, শিল্পী এবং গুণী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসহ আমাদের ৫০০টিরও বেশি ক্লায়েন্ট রয়েছে। আমাদের এখনও লন্ডনে কোন কর্মচারী নেই, তবে অদূর ভবিষ্যতে আমরা ওখানেও কর্মচারী নিয়োগ করবো।

ইয়ালা নিউজে ক্রেমলিন-পন্থী ভিডিওগুলি সম্পর্কে আমরা তাকে প্রশ্ন করেছি। জবাবে তিনি বলেছেন ঃ ইয়ালা নিউজের বিষয়বস্তু পক্ষপাতদুষ্ট নয়। সিরিয়া হোক কিংবা রাশিয়া বা অন্য কোন দেশ হোক, আমরা নিরপেক্ষতাকে সম্মান করি।

এরপর আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করি, রুশ বা সিরিয়ার সরকারের কাছ থেকে তিনি কোন তহবিল পেয়েছেন কিনা।

আমিই ইয়ালার একমাত্র প্রতিষ্ঠাতা এবং কেউ আমাকে প্রভাবিত করতে পারে না, তিনি বলেন।

ব্রিটেনে ইয়ালার রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কে আমরা কোম্পানিস হাউসকেও প্রশ্ন করেছি। এই প্রতিষ্ঠানের একজন মুখপাত্র বলেছেন, তারা ব্যক্তিগত সংস্থাগুলির বিষয়ে কোন মন্তব্য করেন না এবং কোম্পানির প্রদান করা তথ্য যাচাই বা অনুমোদন করার কোনও আইনি ক্ষমতা তাদের নেই।

ফেসবুকের মালিক সংস্থা মেটার একজন মুখপাত্র বলেছেন, তাদের প্ল্যাটফর্মে ভুয়া তথ্যের বিস্তারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তারা তৃতীয় পক্ষের ফ্যাক্ট-চেকারদের সাথে কাজ করে।

ইয়ালা নিউজের সাথে তাদের সম্পর্ক আছে কিনা তা জানার জন্য আমরা রাশিয়া এবং সিরিয়ার সরকারের সাথেও যোগাযোগ করেছি।

কিন্তু আমাদের অভিযোগের ব্যাপারে কোন জবাব তাদের কাছ থেকে আসেনি।

আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর অনুদান

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবাজার মার্কেটে আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের পর্যাপ্ত অনুদান দেবেন বলে জানিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস।

বুধবার সকালে নগরীর খিলগাঁও এলাকায় 'গোড়ান খেলার মাঠ' নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন শেষে গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময়ে এ তথ্য জানান মেয়র তাপস। তিনি বলেন, আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের ঘুরে দাঁড়াতে পর্যাপ্ত অনুদান দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, 'কোনো দুর্যোগ হলে প্রথম কাজ হলো উদ্ধার তৎপরতা। সেটি মঙ্গলবার সম্পন্ন হয়েছে। এখন আমরা মানবিক দিকগুলো বিবেচনা করে পরিপূর্ণভাবে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীদের পাশে থাকব। আমার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর আজ সকালে কথা হয়েছে। উনি

বলেছেন, তালিকা করে ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করার পর সকল ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের পর্যাপ্তভাবে অনুদান দেওয়া হবে যাতে তারা আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারে। তারা যেন আবার এই ব্যবসায় নামতে পারে। এই অনুদানকে তাদের পুঁজি হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। সেই দিকটাই এখন আমাদের সকলের অগ্রাধিকার।' বঙ্গবাজারে বহুতল ভবন নির্মাণের কথা থাকলেও মামলার কারণে তা করা যায়নি উল্লেখ করে মেয়র তাপস বলেন, 'আমাদের সেখানে বহুতল ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা ছিল। মামলার কারণে সেটা বাস্তবায়ন হয়নি। ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা এখন বিপর্যয়ের মধ্যে আছে। কিছুদিন সময় দিতে হবে। মানবিক দিক নির্ণয় করে তারা যাতে আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারে তাদের অনুদান দিয়ে আমরা সেটা নিশ্চিত করব। তারপর তারা যাতে সেখানে সুষ্ঠুভাবে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারে সেজন্য আমরা নতুন একটি পরিকল্পনা নিয়ে তাদের সঙ্গে বসব। সেটা নিশ্চিত করার পরই আমরা ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা করব।' অগ্নিকাণ্ডের বিষয়ে তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত এটি একটি দুর্ঘটনা বলেই মনে হচ্ছে। তারপরও এটি কোথা থেকে শুরু হয়েছে এবং কীভাবে শুরু হয়েছে তা তদন্তেই বেরিয়ে আসবে। আগের পরিকল্পনা অনুযায়ী বঙ্গবাজারে নতুন করে পাইকারি মার্কেট নির্মাণ করা হবে জানিয়ে মেয়র বলেন, আমরা তাদের নিয়ে বসব। তারা কীভাবে চান তা জানবো। প্রধানমন্ত্রীকেও আমরা ভবনের নকশাটি দেখাব। এটা পাইকারি বাজার। আমরা এটাকে পাইকারি মার্কেট হিসেবেই তৈরি করব। প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের নতুন ভবনে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, তাদেরই আগে পুনর্বাসিত করা হবে। পরে মেয়র গোড়ান খেলার মাঠ সংলগ্ন এলাকায় নর্দমা পরিষ্কার কার্যক্রম, পান্থপথ বক্স কালভার্ট এবং আদি বুড়িগঙ্গা চ্যানেলে চলমান উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময় অন্যদের মধ্যে ঢাকা-৯ আসনের সংসদ সদস্য সাবের হোসেন চৌধুরী, করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মিজানুর রহমান, সচিব আকরামুজ্জামান, প্রধান প্রকৌশলী সালেহ আহম্মেদ, প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা রাসেল সাবরিন, অঞ্চল-২ এর আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা সোয়ে মেন জো, প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ সিরাজুল ইসলাম, কাউন্সিলরদের মধ্যে ১ নম্বর ওয়ার্ডের মো. মাহবুবুল আলম, ২ নম্বর ওয়ার্ডের মো. আনিসুর রহমান, সংরক্ষিত আসনের ফারজানা ইয়াসমিন বিপ্লবী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ২৫.৬২ কাঠা জমির উপর এই খেলার মাঠের উন্নয়ন কার্যক্রম ২০২৪ সালের ১ ফেব্রুয়ারি শেষ হবে। ৬ কোটি ছত্রিশ লাখ ৫৬ হাজার টাকা ব্যয়ে এই মাঠের উন্নয়ন কার্যক্রমে চারটি প্রবেশ গেট, একতলা একটি বিল্ডিং, একটি ফুটবল খেলার মাঠ, একটি ক্রিকেট নেট পিস, একটি মাল্টিপারপাস কোর্ট, একটি বাস্কেটবল কোর্ট, দুটি গ্যালারি, বাচ্চাদের জন্য খেলার মাঠ একটি, একটি ব্যায়ামাগার এবং মহিলাদের জন্য বসার স্থান ইত্যাদি সুবিধা সংযোজন করা হবে।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার সকাল সোয়া ৬টায় রাজধানীর বঙ্গবাজারে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। অগ্নিনির্বাপণে ফায়ার সার্ভিসের ৫০টি ইউনিটের পাশাপাশি সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর সদস্যরা কাজ করেছেন। বিমানবাহিনীর দুটি বেল-২১২ ও দুটি এমআই-১৭ হেলিকপ্টার পর্যবেক্ষণ মিশনও আগুন নিয়ন্ত্রণে অংশ নেয়। এ ছাড়া পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, আনসার সেখানে দায়িত্ব পালন করে। প্রায় সাড়ে ৬ ঘণ্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

আগুনের ঘটনায় ফায়ার সার্ভিস ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন আলাদা তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। এখন পর্যন্ত আগুন লাগার কারণ নিয়ে কোনো সংস্থা স্পষ্ট কোনো মন্তব্য করেনি। বঙ্গবাজারে সব মিলিয়ে আটটি মার্কেটের পাঁচ হাজারের বেশি দোকান ও গুদাম পুড়ে যায়।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
জাতীয় খবর
বাংলা দৈনিক
রাঁচি
বৃহস্পতিবার
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
06.04.2023

নারী ফুটবলারদের ‘তিনদিনের বিক্ষোভ’ নিয়ে যা বললেন বাফুফে প্রেসিডেন্ট

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশের নারী ফুটবলাররা বেতন বৃদ্ধি, বুট এবং অন্যান্য সরঞ্জামের মান বাড়ানো, বোনাস ও ম্যাচ ফি এবং ক্যাম্পের খাবারের মান বাড়ানোর জন্য তিনদিন অনুশীলন বন্ধ রেখেছে বলে বলছেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কাজী মোহাম্মদ সালাউদ্দিন। এই বিরোধ এমন সময় দেখা দিলো যখন ‘আর্থিক অভাবের’ কারণ দেখিয়ে অলিম্পিক বাছাই পর্ব খেলার জন্য বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের মিয়ানমার সফর বাতিল করা হয়েছে। এনিয়ে নারী ফুটবলারদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের এক সদস্য বলেন, খারাপ লাগার কথাই তো তাই না? এমন একটা টুর্নামেন্ট, এমন একটা সুযোগ হাতছাড়া হলে

যেকারওই খারাপ লাগবে। বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের অলিম্পিক বাছাইপর্বের জন্য মিয়ানমার সফর বাতিল হওয়ায় নিজের আফসোসের কথা বলছিলেন বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের এই সদস্য। কিন্তু তিনি কথিত ওই তিনদিনের অনুশীলন বন্ধ নিয়ে প্রথমে কথা বলতে রাজি হননি। কিন্তু পরে নাম না প্রকাশের শর্তে তিনি বলেন, কেন এমন হলো তা আমরা জানিনা। কিন্তু এটা একটা আফসোসের বিষয়, এমন একটা টুর্নামেন্টে খেলার জন্য আমরা এতো বছর ধরে পরিশ্রম করছি। ৫ই এপ্রিল থেকে মিয়ানমারে শুরু হচ্ছে অলিম্পিকের নারী ফুটবলের এশিয়ান অঞ্চলের বাছাইপর্ব, যেখানে বাংলাদেশ ফুটবল দলের খেলার কথা ছিল।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের মামলার শুনানিতে আদালতে যা হয়েছে

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় দুপুর আড়াইটার দিকে ম্যানহাটনে আদালত কক্ষে একজন অভিযুক্ত হিসাবে প্রবেশ করলেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

তার চারপাশে ঘিরে ছিল সিক্রেট সার্ভিসের সদস্যরা। সেই সময় তার পরনে ছিল চিরপরিচিত নীল স্যুট আর লাল টাই।

আদালত কক্ষের সামনের দিকে তার জন্য নির্ধারিত জায়গার দিকে যখন হেঁটে যাচ্ছিলেন, যেখানে তার আইনজীবীরা অপেক্ষা করছিলেন, তখন তার চেহারা ছিল বিষণ্ন আর পদক্ষেপ ছিল ভারী।

এর আগে তিনি ম্যানহাটনের আদালতে হাজির হলে প্রক্রিয়ামাফিক আঙ্গুলের ছাপ ও ছবি নেয়া হয়। যার মাধ্যমে তাকে আনুষ্ঠানিক গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কখনোই কোন কথা বলেননি ডোনাল্ড ট্রাম্প। এমনকি অভিব্যক্তি বা শারীরিক ভাষার মাধ্যমেও কিছু প্রকাশ করেননি।

তিনি হচ্ছেন প্রথম কোন মার্কিন প্রেসিডেন্ট যার বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে কোন ফৌজদারি অভিযোগ আনা হলো। বিচারক মার্চিন জানিয়েছেন, সামনের বছর জানুয়ারি মাস নাগাদ ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিচার কার্যক্রম শুরু হতে পারে।

এর অর্থ হচ্ছে, সামনের বছর যখন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য লড়বেন ডোনাল্ড ট্রাম্প, তখন তাকে আবার আদালতেও হাজিরা দিতে হবে।

তার বিরুদ্ধে ৩৪টি অপরাধমূলক অভিযোগ আনা হয়েছে।

এসব অভিযোগের মধ্যে রয়েছে, ২০১৬ সালের নির্বাচনের সময় ক্ষতি হতে পারে, এমন তথ্য লুকাতে তিনি নকল কাগজপত্র তৈরি করেছেন।

তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি ২০১৬ সালের নির্বাচনের আগে এক পর্ন তারকার মুখ বন্ধ করার জন্য তাকে অর্থ ঘুষ দিয়েছিলেন। পর্ন ছবির ওই তারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলস্ জানিয়েছিলেন মি. ট্রাম্পের সঙ্গে তার যৌন সম্পর্ক ছিল। ডোনাল্ড ট্রাম্প অবশ্য এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

আদালত থেকে ফ্লোরিডায় ফিরে যাওয়ার পর মার এ লাগোর বাড়িতে ফিরে গিয়ে অভিযোগ করেন, এসব মামলার মানে হচ্ছে পুরো জাতিকে অপমান করা।

তবে আদালতে ডোনাল্ড ট্রাম্প ছিলেন অনেকটা শান্ত।

বিবিসির সংবাদদাতা কাইলা ইপস্টেইন বলছেন, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির আসনের সরাসরি পাঁচ সারি পেছনে একদল সাংবাদিকের সাথে আমি বসেছিলাম। পুলিশের একটি দল সেখানে নজরদারি করছিল। আদালতে আমাদের ফোন বা ল্যাপটপ ব্যবহার করতেও নিষেধ করা হয়েছিল।

যখন বিচারক জুয়ান মার্চান আদালতে আসেন, তখন মি. ট্রাম্পসহ সবাই উঠে দাঁড়ান। বহুতল এই আদালত ভবনের ১৫ তলা নীচে গণমাধ্যম এবং রাজনৈতিক হল্লা চললেও বিচারক মার্চান ঠাণ্ডা একরকম সুরেই আদালত পরিচালনা করছিলেন। এমনকি তিনি আওয়াজও বৃদ্ধি করেননি।

শুনানির সময় বেশিরভাগ সময় জুড়ে আইনজীবীদের সময়সীমা এবং আদালতের পরবর্তী তারিখ নির্ধারণের প্রক্রিয়া নিয়েই আলোচনা হয়েছে। কিন্তু এই মামলার তাৎপর্য আদালত কক্ষে উপস্থিত কারও বুঝতে ভুল হয়নি।

যখন ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আনা ৩৪ ধরনের অভিযোগ পড়ে শোনান বিচারক, মি. ট্রাম্প বলেন ‘নট গিল্টি’।

এরপর একপর্যায়ে বিচারক মার্চান সরাসরি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আদালতের সকল প্রক্রিয়ায় উপস্থিত থাকার অধিকার আছে, তিনি সেটা বুঝতে পারছেন কিনা? ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, ‘হ্যা’।

এরপর বিচারক বলেন, অন্য যেকোন অভিযুক্তের মতো তিনি যদি আদালতে অবাধ্য বা বিঘ্ন সৃষ্টিকারী আচরণ করেন, তাহলে তিনি বিচার প্রক্রিয়ায় উপস্থিত থাকার অধিকার হারাতে পারেন।

যখন আইনজীবীরা যুক্তি উপস্থাপন করছিলেন, প্রসিকিউটররা উল্লেখ করেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প সামাজিক মাধ্যমে হুমকিমূলক পোস্ট করেছিলেন যার মধ্যে একটিতে বলা হয়, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হলে সম্ভাব্য ‘মৃত্যু এবং ধ্বংস’ সম্পর্কে হুমকি দেয়া হয়।

মি. ট্রাম্পের আইনজীবীরা বলেন, তাদের মক্কেল এই মামলায় হতাশ এবং বিরক্ত ছিলেন। যা তিনি অবিচার বলে মনে করেন।

তবে বিচারক বিবাদী পক্ষের আইনজীবীদের বলেন, ‘আমি আপনার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একমত নই যে, হতাশাকে বিদ্বেষমুলক বা বাজে ভাষা ব্যবহারের যুক্তি হিসাবে ব্যবহার করা যায়।’

বিচারক মার্চান বলেন, এ ধরনের উত্তেজিন বক্তৃতা না দেয়ার ব্যাপারে তার সতর্ক করে দেয়ার বিষয়টি কোন আদেশ নয়, বরং অনুরোধ ছিল। কিন্তু ভবিষ্যতে এরকম ঘটলে তিনি বিষয়টিকে ‘ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ’ করতে বাধ্য হবেন।

প্রায় এক ঘণ্টা পর শুনানি শেষ করেন বিচারক। এরপর মি. ট্রাম্প উঠে দাঁড়ালে সিক্রেট সার্ভিসের সদস্যরা তাকে ঘিরে ধরে। আইনজীবীদের সঙ্গে শান্তভাবে তিনি কথা বলছিলেন। তবে তার কয়েক সারি পেছনে বসে থাকা সাংবাদিকরা সেসব কিছুই শুনতে পাননি।

এরপর তিনি ঘুরে আদালতের মধ্যে প্যাসেজে চলে যান এবং পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যান। বাইরে অসংখ্য টেলিভিশন ক্যামেরা দাঁড়িয়ে থাকলেও তিনি কিছু বলেননি। তার অভিব্যক্তি ছিল বেশ গম্ভীর।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম কোন সাবেক প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলার কার্যক্রম সবে শুরু হলো।

রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণকে সামরিকভাবে সমর্থন করতে পারে না চীন ঃ ইইউ

ব্রাসেলস ঃ ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্র নীতির প্রধান জোসেপ বোরেল মঙ্গলবার বলেন, ইউরোপীয় নেতারা চীনকে এই বার্তা পাঠাচ্ছেন যে, দেশটি ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার আগ্রাসনকে সামরিকভাবে সমর্থন করতে পারে না। নেটো পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা এখন ব্রসেলস এ বৈঠক করছেন। আর , আগামী সপ্তাহে চীন সফরে যাচ্ছেন বোরেল। তার ঐ সফরের আগে ব্রাসেলসে বোরেল বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন চীনের সাথে সম্পর্কের বিষয়ে স্পষ্ট যে, রাশিয়ার নৃশংসতা এবং যুদ্ধাপরাধের বিষয়ে দেশটির অবস্থান বেইজিং এর সাথে আমাদের সম্পর্কের মান নির্ধারণ করবে। তিনি বলেন, ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লেইন এবং ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাঁক্রোসহ অন্য যেসব ইইউ নেতা চীন সফর করছেন তারাও একই বার্তা বহন করছেন। রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায়, আবেদন জমা দেয়ার এক বছরের কম সময়ের মধ্যে নেটোর সদর দপ্তরে ফিনল্যান্ডের পতাকা উড়লো। এই অনুষ্ঠানটি হলো ৪ এপ্রিল, যা নেটোরও জন্মদিন। ৭৪ বছর আগে, ১৯৪৯ সালের ৪ এপ্রিল ওয়াশিংটন চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে নেটো আত্মপ্রকাশ করে।

সোমবার রাশিয়া হুঁশিয়ারি দিয়েছে যে, নেটো যদি তার ৩১তম সদস্যরাষ্ট্র ফিনল্যান্ডে অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন করে বা কোনো সরঞ্জাম পাঠায় তবে তারা ফিনল্যান্ডের কাছে তাদের সশস্ত্র বাহিনীকে আরো শক্তিশালী করবে।

নেটো বলেছে, ফিনল্যান্ডে তাদের উপস্থিতি বাড়ানোর তাৎক্ষণিক কোনো ইচ্ছা নেই। কিছু সদস্য গত কয়েক বছর ধরে যুদ্ধ মহড়ার জন্য সেখানে তাদের সেনা মোতায়েন করেছে।

সুইডেনও ফিনল্যান্ডের পাশাপাশি নেটোতে যোগদানের জন্য আবেদন করেছিলো। তুরস্কের আপত্তির কারণে তাদের আবেদন অনুমোদনের গতি মন্থর হয়ে আছে। তুরস্কের অভিযোগ, তারা সন্ত্রাসবাদী হিসেবে বিবেচনা করে এমন গোষ্ঠীগুলোর প্রতি সুইডেন খুব নম্র আচরণ করেছে।

বাংলাদেশে এখন গণতন্ত্র সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ঃ মির্জা ফখরুল

ঢাকা ঃ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, বাংলাদেশ বর্তমানে অত্যন্ত কঠিন সময় পার করছে। বাংলাদেশে এখন গণতন্ত্র সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, মানুষের যে অধিকার, তা পুরোপুরিভাবে হরণ করা হয়েছে। এছাড়া লঙ্ঘিত হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার ও মানবাধিকার। মঙ্গলবার বিকালে ঠাকুরগাঁও শহরের কমিউনিটি হলে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় কালে তিনি এ কথা বলেন তিনি। বিএনপি মহাসচিব বলেন, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ নির্বাচন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে। আওয়ামী লীগ নতুন করে ২০১৪ ও ২০১৮ সালের মত তামাশা শুরু করেছে। মির্জা ফখরুল বলেন, আমরা খুব স্পষ্ট করে বলতে চাই, আমরা কোনো তামাশার নির্বাচনে বিশ্বাস করি না। আমরা বিশ্বাস করি, জনগণ যেখানে তার সত্যিকারের ভোট দিতে পারবে, তার মত প্রকাশ করতে পারবে এই ধরনের একটা নির্বাচন আমরা চাই। আর সে নির্বাচন, আওয়ামী লীগ যদি সরকারে থাকে তা কখনো হতে পারে না। তিনি বলেন, বিএনপির ১০ দফা দাবির প্রথম দফাটাই হচ্ছে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পদত্যাগ করতে হবে। এই সংসদকে বিলুপ্ত করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করতে হবে। তবেই একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, নতুন নির্বাচন কমিশনের পরিচালনায়। এটা হচ্ছে আমার প্রধান দাবি। বিএনপি মহাসচিব বলেন, সংবিধানকে প্রতিনিয়ত লঙ্ঘন করা হচ্ছে। ঢাকা ও ঢাকার বাইরে বেশ কিছু ব্যক্তিকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তুলে নিয়ে গেছে, এটা সম্পূর্ণভাবে বেআইনি। আপনারা দেখেছেন যে নওগাঁয় একজন নারী কর্মচারীকে তারা তুলে নিয়ে যাওয়ার পর হেফাজতে থাকা অবস্থায় মারা গেছেন। একই ভাবে ডিজিটাল সিকিউরিটি মামলার মাধ্যমে মানুষের যে অধিকার তা খর্ব করা হচ্ছে। সবচেয়ে মারাত্মক ঘটনা যেটা, সেটা হচ্ছে সংবাদকর্মীদের স্বাধীনভাবে যে লেখার অধিকার, সেটা খর্ব করা হয়েছে।

ক্যালিফোর্নিয়ায় তাইওয়ানের নেতার যাত্রা বিরতি, যুক্তরাষ্ট্র চীন সম্পর্কের দিকে সবার নজর

বেলিজ ঃ তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট সাই ইং ওয়েন এ সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসছেন। সেখানে তিনি হাউজ স্পিকার কেভিন ম্যাককার্থি ও অন্যান্য আইনপ্রণেতাদের সঙ্গে দেখা করবেন। চীন এ ঘটনার কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছে। বুধবার সাই ক্যালিফোর্নিয়ার সিমি ভ্যালিতে অবস্থিত রোনাল্ড রিগান প্রেসিডেন্সিয়াল লাইব্রেরি ও জাদুঘরে ম্যাককার্থি এবং অন্যান্য আইনপ্রণেতাদের একটি দলের সঙ্গে আলোচনা করবেন। ম্যাককার্থির কার্যালয় থেকে এই বৈঠককে দ্বিপাক্ষিক হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। গত সপ্তাহে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র জানান, চীন দৃঢ়ভাবে এই বৈঠকের বিরোধিতা করে এবং তারা পরিস্থিতি কীভাবে এগিয়ে যায়’ সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখবে। আর, জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও ভূখণ্ডের অখণ্ডতাকে দৃঢ়তার সঙ্গে সুরক্ষা দেবে। সাই ও ম্যাককার্থি প্রকাশ্য কোনো যৌথ বক্তব্য দেবেন কী না, এ বিষয়টি এখনো নিশ্চিত নয়। কর্মকর্তারা এই বৈঠককে একান্ত বলে অভিহিত করেছেন। বৈঠকের জন্য নির্ধারিত স্থানটি বিশেষভাবে অর্থবহ। কারণ, ষড় নিশ্চয়তা (সিক্স অ্যাশুরেন্স) নামে অভিহিত যুক্তরাষ্ট্র চীন নীতিমালা রিগান প্রশাসনের আমলে চালু করা হয়েছিলো। পরবর্তীতে এটাই ওয়াশিংটনের নিজস্ব এক চীন নীতির মূল ভিত্তিতে পরিণত হয়। এই ষড় নিশ্চয়তার আওতায় যুক্তরাষ্ট্র তাইওয়ানের কাছে অস্ত্র বিক্রি বন্ধের কোনো সময়সীমা নির্ধারণ করতে রাজি হয়নি। এমন কী, তাইওয়ানের সার্বভৌমত্ব বিষয়েও যুক্তরাষ্ট্র তার অবস্থান পরিবর্তন করেনি।একইসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তারা কখনো তাইওয়ানকে বেইজিংয়ের সঙ্গে দরকষাকষি করার জন্য চাপ দেবে না। সাই’র যুক্তরাষ্ট্রে যাত্রা বিরতি প্রসঙ্গে চীনকে মাত্রারিতিক্ত প্রতিক্রিয়া দেখানো থেকে বিরত থাকার জন্য বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে সতর্ক করে আসছে যুক্তরাষ্ট্র। আগের উদাহরণ টেনে যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, দীর্ঘ দিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রের চলমান চীন নীতি অপরিবর্তিত রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রক ওয়াশিংটনে জানিয়েছে, তাইওয়ান রিলেশান্স অ্যাক্ট, ষড় নিশ্চয়তা ও তিনটি ঘোষণা ওয়াশিংটনের এক চীন নীতির ৩ ভিত্তি। এগুলোতে এমন কোন শব্দ বাক্য নেই, যেখানে স্পষ্টভাবে বলা আছে, তাইওয়ানের কোনো প্রেসিডেন্ট যুক্তরাষ্ট্রে যাত্রাবিরতি করতে পারবেন না। তাইওয়ানের কোনো ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট ওয়াশিংটন ডিসি ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের অন্য যেকোনো শহরে যাত্রা বিরতি নিতে পারেন। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রকের স্ব আরোপিত বিধিনিষেধ ও তাইওয়ানের নীরব সমর্থন মতে, তাইওয়ানের কোনো নেতার ওয়াশিংটনে যাত্রা বিরতি নেয়ার বিষয়টি গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের দৃষ্টিতে গুরুতর উস্কানি হিসেবে বিবেচিত হবে। যার ফলে তাইওয়ানের কোনো ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী বা জাতীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী কখনো যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী শহরে আনুষ্ঠানিক বৈঠক করতে আসেননি। তাইওয়ান কখনো চীনের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে না থাকা সত্ত্বেও চীন স্বশাসিত ও গণতান্ত্রিক দ্বীপ রাষ্ট্রটিকে তাদের ভূখণ্ড বলে দাবি করে। যুক্তরাষ্ট্র চীনের তাইওয়ানের ওপর সার্বভৌমত্বের দাবি স্বীকার করলেও এতে সমর্থন জানায়নি। যুক্তরাষ্ট্র বিষয়টি নিয়ে সচেতন, তবে কখনো তাইওয়ানের সার্বভৌমত্বের ওপর চীনের দাবিকে সমর্থন করেনি। আর, তাইওয়ানের স্বাধীনতার প্রতিও সমর্থন জানায়নি।